পুনর্ব্বার পবিত্রিত এবং পবিত্র হইলে পর, তিনি উহাকে বৃক্ষগণে পরিব্যাপ্ত করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঔষধি উৎপন্ন হইল। ধরণী মেদোগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া মেদিনী নাম প্রাপ্ত হইলেন।

মন্ত্রিগণ! এইজন্যই আমার বিবেচনা হয়, এই গৃহ গৃধ্রের নহে, ইহা উলূকেরই গৃহ। অতএব এই পাপী গৃধ্রের দণ্ড করা বিধেয়; এই দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা আবাসস্থান অপহরণ করিয়া অন্যের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, আকাশ হইতে দৈববাণী প্রকৃত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিল, রাম! তুমি গৃধ্রকে বধ করিও না; এ ইতিপূর্ব্বেই তপোবল দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। হে নরেশ্বর! এই গৃধ্র ব্রহ্মদত্তনামক শূর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিশুদ্ধাচার নরপতি ছিল। কালগৌতমের অভিসম্পাতে দগ্ধ হইয়াছে।

একদা কালগৌতম নামক ব্রাহ্মণ রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে আগমন করিয়া, কহিলেন, রাজন্! আমাকে আহার দান করিতে হইবে। আমি কিঞ্চিদধিক এক শত বর্ষকাল আপনার গৃহে আহার করিব। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত স্বহস্তে পাদ্য অর্ঘ প্রদান পূর্ব্বক সেই মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণের আহারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আহারের সহিত কিরূপে মাংস মিশ্রিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, রাজন্! তুমি গৃধ্র হও। রাজা কহিলেন, হে মহাব্রত! এরূপ অভিসম্পাত করিবেন না; প্রসন্ন হউন। আমি না জানিয়া এই অপরাধ করিয়াছি। হে অনঘ! হে মহাভাগ! যাহাতে শাপের অন্ত হয়, করুন।

তখন রাজা অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া, মুনি কহিলেন, রাজন্! ইক্ষ্বাকুবংশে রাজীবলোচন মহাভাগ মহাযশা রাম জন্ম গ্রহণ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই রাম তোমাকে স্পর্শ করিলেই তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে।

এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাম রাজা ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। অমনি রাজা ব্রহ্মদত্ত গৃধ্ররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যমূর্ত্তি দিব্যগন্ধানুলিপ্ত পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, সাধু, রাঘব! সাধু। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে বিভো! আপনার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে মুক্তি পাইলাম। আপনি আমার পাপের অন্ত করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্ভাষণ করত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নাতিশীতোষ্ণা বসন্তনিশা উপস্থিত হইল। অনন্তর বিমল নিশা প্রভাতে পূর্ব্বাহ্নিক সমাপন করিয়া পৌরকার্য্যবিৎ ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র প্রজাদিগকে দর্শনদিবার জন্য রাজ সভায় গমন করিলেন।

অনন্তর সুমন্ত্র আসিয়া রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, রাজন্! কতকগুলিন মহর্ষি দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। হে নরব্যাঘ্র! হে মহারাজ! ভার্গব ও চ্যবন প্রভৃতি যমুনাতীরবাসী মহর্ষিগণ সাগ্রহ চিত্তে উপস্থিত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, সত্বর হইয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র কহিলেন, মহাভাগ ভার্গব প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে সত্বর লইয়া আইস।

অনন্তর দ্বারপাল মস্তকে অঞ্জলি বিরচন করিয়া রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক সুদুর্দ্ধর্ষ তাপসদিগকে লইয়া আসিল। স্বতেজে প্রদীপ্যমান শতাধিক মহাত্মা তপস্বী রাজভবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বতীর্থাম্বুশোভিত পূর্ণকুম্ভ, এবং ফল মূল রামচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্র তীর্থোদক, এবং বিবিধ ফল মূল গ্রহণ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট

হইলেন। এবং তাপসদিগকে কহিলেন, মুখ্য আসন সমস্ত প্রস্তুত, আপনারা যথাযথানুসারে উপবেশন করুন।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ সকলেই রুচিরাখ্যা-সম্পন্ন কাঞ্চনময় বৃসী আসনে উপবেশন করিলেন। ঋষিগণ উপবেশন করিলেন দেখিয়া পরপুরঞ্জয় রামচন্দ্র বিনীত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনাদিগের আগমনের প্রয়োজন কি? প্রযত্নসহকারে আমায় আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? মহর্ষিগণ আমাকে স্বচ্ছন্দে আজ্ঞা করিতে পারেন; আমি তাঁহাদিগের সকল কার্য্যই করিয়া থাকি। আমি আপনাদিগের নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার এই রাজ্য ও হৃদিস্থিত জীবন সমস্তই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত।

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণানন্তর যমুনাতীরবাসী উগ্র-তপস্বী ঋষিদিগের মধ্যে মহান্ সাধুবাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। মহাত্মা মহর্ষিগণ অতীবহর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! ঈদৃশ বাক্য আপনার নিকটই প্রত্যাশা করা যায়; অন্য কাহা-তেও এরূপ বাক্য সম্ভাবিত হয় না। রাজন! অনেক মহা-বল পরাক্রান্ত মহীপতি হইয়াগিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যের গুরুত্ব আশঙ্কায় কেহই কখনও অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন নাই। আপনি কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্য না জানিয়া, ব্রাহ্মণশ্রদ্ধা নিবন্ধন অগ্রেই প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে যে আপনি কার্য্য সাধন করি-বেন, তাহাতে সন্দেহই নাই। আপনি ঋষিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র কহিলেন, ঋষিগণ! আপনাদিগের কার্য্য কি, বলুন, এখনই আপনা-দিগের ভয় দূর হইবে।

কাকুৎস্থ এই কথা কহিলে, ভার্গব কহিলেন, হে নরেশ্বর! আমাদিগের অঞ্চলে যে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজন্! সত্যযুগে লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র দিতিজবংশোৎপন্ন সুমহামতি মধু নামে এক মহাসুর ছিল। মধু ব্রাহ্মণের হিতৈষী, শরণাগতপ্রতিপালক, বুদ্ধিমান। এবং পরমোদারচেতা দেবতাদিগের পরম প্রিয় ছিল। মহাবীর্য্যশালী মধুর ধর্ম্মে অবিচলিত আস্থা দর্শনে ভগবান রুদ্র অতীব সমাদর পূর্ব্বক মধুকে অসাধারণ বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় শূলের শক্তিভাগ আকর্ষণ পূর্ব্বক এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন মহাপ্রভ শূল নির্ম্মাণ করিয়া মধুকে দান করিয়াছিলেন, এবং কহিয়াছিলেন, তুমি অনুপম ধর্ম্ম আচরণ করিয়া আমার তুষ্টি সাধন করিয়াছ; অতএব আমি পরমপরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহাশূল প্রদান করিতেছি। হে মহাসুর! তুমি যত দিন দেবতা ও ব্রাহ্মণকে আক্রমণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকট থাকিবে; অন্যথা অন্তর্দ্ধান হইবে। যে ব্যক্তি দুঃসাহসিক হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, এই শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার হস্তে প্রত্যাগমন করিবে।

মহাদেব রুদ্রের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া মহাসুর মধু পুনর্ব্বার প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! আপনি সর্ব্বদেবতার অধীশ্বর। দেব! আজ্ঞা করুন, যেন এই মহাশূল আমার পুত্রপৌত্রাদিরও বশীভূত থাকে। এই কথা কহিলে, ভূতপতি মহাদেব কহিলেন, তাহা হইতে পারে না। তথাপি তোমার প্রার্থনা বিফল না হয়, এই জন্য আমি তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিতেছি যে, এই শূল তোমার এক পুত্রের বশীভূত থাকিবে। এই শূল যতক্ষণ তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ কোন প্রাণীই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না।

রামচন্দ্র! অসুরশ্রেষ্ঠ মধু মহাদেবের নিকট এইরূপ অদ্ভুত

বর লাভ করিয়া অবশেষে এক সুমহানগরী নির্ম্মাণ করাইল। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসুর যে কুম্ভীনসী নামে কন্যা ছিল, সেই মহাপ্রজ্ঞা মহাভাগা কুম্ভীনসী মধুর প্রিয়া পত্নী হইয়াছিল। তাহারই গর্ভজাত পুত্র মহাবীর্য্য দারুণস্বভাব লবণ। লবণ বাল্যকাল হইতেই দুষ্টাত্মা ও পাপাচারী। পুত্রকে তাদৃশ দুষ্টাত্মা দর্শন করিয়া মধু ক্রোধপূর্ণ ও দুঃখিত হইল, কিন্তু পুত্রকে কোন কথাই কহিল না। অবশেষে মধু পুত্র লবণকে শূল প্রদান পূর্ব্বক বরবৃত্তান্ত সমস্ত উল্লেখ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল।

রাম! লবণ সেই শূলের মাহাত্ম্য ও নিজ দুষ্ট স্বভাবনিবন্ধন এক্ষণে ত্রিলোক, বিশেষতঃ তাপসদিগকে সন্তাপিত করিতেছে। রাম! লবণের এইরূপ প্রভাব এবং সেই শূল এইপ্রকার। রাম! তুমি সমস্তই শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তুমিই আমাদিগের পরম গতি। রাম! ঋষিগণ ভয়ে কাতর হইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেক রাজার নিকট অভয় যাচ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারেন নাই। তাত! এক্ষণে তুমি রাবণকে বল বাহনের সহিত সংহার করিয়াছ শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, তুমি ভিন্ন আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা অন্য কোন রাজাই নাই। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর; আমরা লবণের ভয়ে নিপীড়িত হইয়াছি।

রাম! যে কারণে আমরা ভীত হইয়াছি, তোমাকে বলিলাম; তুমিই আমাদিগের ভয় নিবারণ করিতে পারিবে। অতএব হে মহীনবীর্য্য! এক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয় কর।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, রাম কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার কহিলেন, লবণ কিরূপ আহার করে? কোথায় বাস করে? এবং তাহার আচার কিরূপ?

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ সকলেই লবণের আহারাদি উল্লেখ করিলেন। কহিলেন, লবণ সর্ব্ব প্রাণীই আহার করে; বিশেষতঃ তাপসেরা তাহার প্রধান আহার। তাহার আচার অতীব প্রচণ্ড। সে নিয়ত মধুবনে বাস করে। আবহমান কাল প্রতিদিন সে বহু সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মানুষ সংহার করিয়া আহার করে। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে, ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রাণীও সে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম মহর্ষিদিগকে কহিলেন, আমি সেই রক্ষকে বিনাশ করিব; আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন।

উগ্রতেজা ঋষিদিগের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রামচন্দ্র ভ্রাতৃদিগকে কহিলেন, কোন্ বীর লবণকে বিনাশ করিবেন? এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে এই কার্য্য কাহার অংশে পতিত হইবে? মহাবাহু ভরত বা ধীমান শত্রুঘ্নের অংশে পতিত হওয়াই উচিত হইতেছে।

রাঘব এই কথা কহিলে, ভরত কহিলেন, আমি এই লবণকে বিনাশ করিব; এই কার্য্য আমার অংশেই পতিত হউক।

ভরতের ধৈর্য্য ও শৌর্য্যসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন রত্ন সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং প্রণতিপূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, আমাদিগের মহাবাহু মধ্যম সহোদর মহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন। আর্য্য যখন এই অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে ইনি এই অযোধ্যা নগরী রক্ষা করিয়াছেন। আর্য্যের প্রত্যাগমন

পর্য্যন্ত এই মহাবাহু গুরুতর শোক দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। মহাযশা নন্দিগ্রামে ফলমূলাহারী, জটাচীরধারী ও কষ্টকর ভূ-শয্যাশায়ী হইয়া বহুকষ্ট ভোগ করিয়াছেন। রাজন্! ইনি যখন ঈদৃশ কষ্টভোগ করিয়াছেন এবং আমি যখন ইঁহার কিংকর রহিয়াছি, তখন ইঁহার আর দুঃখ পাওয়া উচিত হয় না।

শত্রুঘ্ন এই কথা কহিলে রাঘব পুনর্ব্বার কহিলেন, কাকুৎস্থ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হউক। তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর। আমি তোমাকে মধুর রাজ্য শুভ মধুপুর নগরে অভিষেক করিব। অথবা যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতকেই অভিষেক করিব। শত্রুঘ্ন! তুমি শূর ও কৃতবিদ্য। নূতন নগরী স্থাপন করিতে তোমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। যমুনার তীরে নগর এবং সুন্দর জনপদ সকল স্থাপন ও রাজধানীতে রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়া যে সম্রাট তাহাতে রাজ্য স্থাপন না করেন, তাঁহাকে নরকস্থ হইতে হয়। অতএব, শত্রুঘ্ন! তুমি পাপাত্মা মধুপুত্র লবণকে সংহার কর, এবং যদি আমার বাক্যে তোমার আস্থা থাকে, তাহা হইলে ঐ রাজ্যে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর। বীর! আমি যাহা বলিলাম, এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিও না। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে কাকুৎস্থ! আমি তোমাকে যে রাজ্য প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণ তোমাকে অভিষেক করিবেন।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বীর্য্যবান শত্রুঘ্ন রামের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, হে ককুৎস্থনন্দন নরেশ্বর! প্রস্তাবিত বিষয়

আমার ধর্ম্মসঙ্গত বোধ হইতেছে না। জ্যেষ্ঠগণ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কি প্রকারে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারে? অথচ আপনার আজ্ঞা আমায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে মহাভাগ! আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা আমার অসাধ্য। এই উভয় ধর্ম্ম আমি আপনার মুখে শ্রবণ করিয়াছি; স্মৃতিশাস্ত্রেও পাঠ করিয়াছি। মধ্যম ভ্রাতা বলিয়াছিলেন, আমি লবণকে বিনাশ করিব, কিন্তু আমি তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছি, আমি তাহাকে বধ করিব; ইহাতেই ত আমার পাপ করা হইয়াছে; সেই পাপের ফল স্বরূপেই আমাকে জ্যেষ্ঠ সত্ত্বেও অভিষিক্ত হইতে হইতেছে। আমার জ্যেষ্ঠের বাক্যের উত্তর করা কনিষ্ঠের অবিধেয়, অথচ আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও পরকালনাশক। তথাপি, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার বাক্যের উত্তর করিয়া আর দ্বিতীয় অপরাধ করিব না। আর যেন দ্বিতীয় অপরাধ নিবন্ধন আমাকে দণ্ডভোগ করিতে না হয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে রাজন্! আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব। অতএব আমি অভিষেক স্বীকার করিলে, যাহাতে আমার ইহামুত্র দোষ না ঘটে, আপনি তাহা করুন।

মহাত্মা মহাবীর শত্রুঘ্ন এই কথা কহিলে, রামচন্দ্র অতীব আহ্লাদিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক অভিষেকের সমস্ত আয়োজন কর, আমি অদ্যই পুরুষব্যাঘ্র শত্রুঘ্নকে অভিষেক করিব। লক্ষ্মণ! আমার আদেশক্রমে পুরোহিত, নাগরিকবর্গ, ঋত্বিকগণ, ও মন্ত্রীদিগকে আনয়ন কর।

রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া মহারথ লক্ষ্মণ তদনুযায়ী সমস্তই সম্পাদন করিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ অভিষেকসামগ্রী লইয়া পুরোহিতসমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবিষ্ট

হইলেন। তখন মহা সমারোহে মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক আরম্ভ হইল। তাহাতে পুরবাসীজন এবং রাঘব অতীব আনন্দিত হইলেন। শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন! পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া কার্ত্তিকের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, তাঁহারও সেইরূপ শোভা হইল।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে অভিষেক করিলে পর, পৌরজন, এবং বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও সকলেই অতীব আনন্দিত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও রাজান্তঃপুরবাসিনী অন্যান্য কামিনীগণ বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্নের অভিষেক হওয়াতে, যমুনাতীরনিবাসী সমাগত মহাত্মা মহর্ষিবৃন্দও মনে করিলেন, যেন লবণ নিহত হইয়াছে।

অনন্তর রামচন্দ্র অভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার তেজোবর্দ্ধন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে পরপুরবিদারণসমর্থ অব্যর্থ শর দান করিলাম; রঘুনন্দন! তুমি এই শর দ্বারা লবণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। কাকুৎস্থ! অজিত স্বয়ম্ভু নারায়ণ যৎকালে সুরাসুর ও সর্ব্ব প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া মহার্ণব মধ্যে শয়ন করেন, তৎকালে তিনি ক্রোধে অভিভূত হইয়া দুরাত্মা মধুকৈটভের বিনাশের নিমিত্ত এই শর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং লোকসৃষ্টি করিতে অভিপ্রায় করিয়া এই বাণ দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করত নিষ্কণ্টকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি রাবণকে বিনাশার্থ এই বাণ পরিত্যাগ করি নাই, তাহা হইলে সৃষ্টির মহাক্ষয় হইত।

শত্রুঘ্ন লবণের নিকট যে শত্রুবিনাশার্থ মহাত্মা ত্রিলোচনপ্রদত্ত অনুত্তম মহাশূল আছে, লবণ পুনঃ পুনঃ পূজা করত সেই শূল গৃহে রাখিয়া আহারার্থ বহির্গমন পূর্ব্বক দশ দিক্ ভ্রমণ করে। যখন কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে ঐ শূল

আনিয়া তদ্দ্বারা শত্রুকে ভস্মসাৎ করে। অতএব পুরুষব্যাঘ্র! সে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তুমি তাহার দ্বারাবরোধপূর্ব্বক অবস্থিতি করিবে। হে মহাবাহো! সেই অস্ত্রবিহীন অবস্থায় তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে, তাহা হইলেই তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। অন্যথা, সে কিছুতেই বধ্য হইবে না। যদি এই রূপ করিতে পার, তাহা হইলে সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

বৎস! যেরূপে শূল পরিহার করা যাইবে, তাহা তোমাকে এই কহিলাম। শ্রীমান্ শিতিকণ্ঠের মাহাত্ম্য অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে এইরূপ বলিয়া ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রশংসা করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! চতুঃসহস্র অশ্ব, দ্বিসহস্র গজ, এক শত সুজাত হস্তী এবং বিবিধ পণ্য দ্রব্যে উপশোভিত আপণশ্রেণী সকল ও নটনর্ত্তকগণ তোমার অনুগমন করুক। শত্রুঘ্ন! তুমি নিযুত সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া আবশ্যক মত ধন ও বাহনসম্পন্ন হইয়া গমন কর। বীর! সৈন্যগণ যাহাতে পর্য্যাপ্ত ভোজনাদি প্রাপ্তি পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া তোমার প্রতি বিরক্ত না হয়, তুমি তাহা করিবে। মিষ্টবাক্য দ্বারাও তাহাদিগের মনরঞ্জন করিবে। কারণ ভৃত্যগণ যখন শত্রুসঙ্কটে অবস্থিতি করে, তখন তাহাদিগের নিজের ধন, বা স্ত্রী পুত্র কি বন্ধু সঙ্গে থাকে না; অতএব ধন ও অধিনেতার স্নেহ প্রাপ্ত হইলেই তাহারা ঐ অবস্থায় তুষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে।

শত্রুঘ্ন! হৃষ্টজনসমাকীর্ণ সুমহৎ সৈন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়া তুমি পশ্চাৎ মধুবনে যাত্রা কর। তুমি যে যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিতেছ, মধুর পুত্র লবণ যাহাতে তাহা জানিতে না পারে তুমি এই রূপে নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!

আমি তোমায় যে উপায় বলিয়া দিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই তাহার মৃত্যু হইবে না। পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পাইলে, লবণ যে কোন শত্রুকেই বিনাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়া যখন বর্ষা উপস্থিত হইবে, তুমি সেই সময় তাহাকে বিনাশ করিবে; উহাই ঐ দুর্ম্মতির বিনাশের উপযুক্ত কাল; কারণ বর্ষায় কেহ যুদ্ধ করিতে যাইবে না ভাবিয়া সে ঐ সময় শূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এক্ষণে কেবল সৈন্যগণ এই মহর্ষিদিগকে অগ্রে করিয়া যাত্রা করুক; এখনও গ্রীষ্ম কাল অবশিষ্ট আছে, এই সময় তাহারা অক্লেশে গঙ্গা পার হইতে পারিবে। পশ্চাৎ তুমি গঙ্গার পরপারেই সৈন্যস্থাপন করিয়া ধনুর্ম্মাত্র সহায়ে একাকী সত্বর গমন করিবে।

রামের এই কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন মহাবলসম্পন্ন প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা যাত্রা কর; তোমাদিগের যে যে আবাসস্থান প্রসিদ্ধ আছে, সেই সেই আবাসেই বাস করিবে, কাহারও উপর উৎপাত করিবে না।

মহাসৈন্যকে এইরূপ আদেশ ও প্রস্থাপন করিয়া মহাবল শত্রুঘ্ন কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে রাম, লক্ষ্মণ ও ভরতকে প্রণাম করিয়া ভক্তিভাবে পুরোহিতচরণে প্রণত হইলেন। অনন্তর রামের অনুমতি লইয়া মহাবল শত্রুতাপন শত্রুঘ্ন রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহির্গত হইলেন!

এইরূপে সুজাতগজবাজিসঙ্কুল মহাসৈন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়া রঘুবংশবিবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন অবশেষে রাজা রামচন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় হইলেন। সকলেই তাঁহার যথাযথ সমাদর ও অভিনন্দনাদি করিলেন।

—

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

সৈন্যদিগকে প্রেরণ করিয়া শত্রুঘ্ন একমাস অযোধ্যায় অবস্থিতি করত পশ্চাৎ একাকী যাত্রা করিলেন। মধ্যে পথে দুই রাত্রি যাপন করিয়া তিনি বাল্মীকির অত্যুত্তম পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবং মহাত্মা মুনিসত্তম বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি অদ্য এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি, প্রভু রামচন্দ্রের কার্য্যোপলক্ষে আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। কল্য প্রভাতে আমি ভয়াক্রান্ত পশ্চিম দিকে যাত্রা করিব।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি উত্তর করিলেন, হে মহাযশস্বিন্! স্বচ্ছন্দে আগমন কর; সৌম্য! এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ কর। তখন শত্রুঘ্ন পাদ্যাদি প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক ফলমূলাদিভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। এবং ভোজনান্তে মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! এই পূর্ব্বদিকে আশ্রমের সন্নিকটে কাহার যূপাদি যজ্ঞচিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে?

শত্রুঘ্নের প্রশ্নশ্রবণ করিয়া বাল্মীকি কহিলেন, শত্রুঘ্ন! পূর্ব্বে এই স্থানে যিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। রাজা সৌদাস তোমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীর্য্যসহ; বীর্য্যসহ অতীববীর্য্যশালী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। রাজা সৌদাস বাল্যকাল হইতেই মৃগয়া করিতেন। এক দিন তিনি মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে উহাদিগের কথা তিনি বারম্বার শ্রবণ করিয়াছিলেন। উহারা ব্যাঘ্ররূপী ও ঘোরদর্শন। বহুসহস্র মৃগভক্ষণ করিত; তথাপি পরিতৃপ্ত হইত না। রাজা সৌদাস ঐ দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিলেন সুবিশাল বন মৃগশূন্য হইয়াছে। অতএব অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদিগের মধ্যে

এক জনকে বিনাশ করিলেন। বিনাশ করিয়া পুরুষপ্রবর সৌদাস শান্ত ও স্বস্থ হইয়া নিহত রাক্ষসকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ রাক্ষসের সহচর অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল; এবং রাজা সৌদাসকে কহিল, পাপিষ্ঠ! তুই নিরপরাধে আমার সহচরকে বিনাশ করিলি; অতএব তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। এইকথা বলিয়া রাক্ষস অন্তর্হিত হইল। অনন্তর কালক্রমে কুমার বীর্য্যসহ রাজা হইলেন। রাজা সৌদাস এই আশ্রমের সন্নিকটে সুমহৎ যজ্ঞ অশ্বমেধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ যজ্ঞ করাইতে লাগিলেন। অনেক অযুত বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ হইতে থাকিল। অনুপমসমৃদ্ধিসম্পন্ন হওয়াতে যজ্ঞ দেবযজ্ঞের ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর যজ্ঞের অবসানসময়ে পূর্ব্বোক্ত রাক্ষস, পূর্ব্বকৃতশত্রুতা স্মরণ করিয়া, বশিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজা সৌদাসকে কহিল, রাজন্! আজ যজ্ঞাবসানদিবস; তুমি আজ কালবিলম্ব না করিয়া, আমাকে সত্বর আমিষসহিত ভোজন প্রদান কর।

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া রাজা সৌদাস নিপুণ পাচকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, যাহাতে গুরু বশিষ্ঠের তৃপ্তি জন্মে, এরূপ ঘৃতপক্ব সামিষ স্বাদু অন্ন সত্বর প্রস্তুত কর। রাজার আজ্ঞা পাইয়া পাচক ত্রস্তে ব্যস্তে গমন করিল। অনন্তর রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ পূর্ব্বক, মানুষমাংস সহিত অন্ন পাক করিয়া রাজাকে আনিয়া দিল। রাজা পত্নী মদয়ন্তীসমভিব্যাহারে ঐ অন্ন বশিষ্ঠকে আহার করিতে প্রদান করিলেন। আহার করিবার জন্য মানুষমাংস প্রদত্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া মহামুনি বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে যে ভক্ষ্য প্রদান করিয়াছ, ইহাই তোমার আহার হইবে। তাহাতে আর অন্যথা হইবে না। তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা সৌদাসও বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত করিবার জন্য হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু মহিষী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্!

ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু এবং দেবতুল্য পুরোহিত; অতএব ইহাঁকে অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হয় না। মহিষীর বাক্য শুনিয়া মহাত্মা রাজা সৌদাস তেজোবলসমন্বিত ঐ জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ করিলেন, উহা তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইল। তন্নিবন্ধন পাদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই অবধি সুমহাযশা রাজা সৌদাস কল্মাষপাদ নামেও বিখ্যাত হইলেন।

অনন্তর রাজা পত্নী সমভিব্যাহারে বারম্বার বশিষ্ঠের চরণে প্রণাম করিলেন, এবং রাক্ষস ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া যাহা করিয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং রাক্ষসে এই অপকর্ম্ম করিয়াছে জানিতে পারিয়া বশিষ্ঠ রাজাকে কহিলেন, রাজন! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছি তাহার কখনই অন্যথা হইবে না। যাহা হউক, তোমাকে বর দান করিতেছি, দ্বাদশবৎসরান্তে তোমার শাপ বিমোচন হইবে। এবং আমার কৃপায় তোমার ঐ দ্বাদশবর্ষ ভুক্ত অতীত দশা কিছুই স্মরণ থাকিবে না।

এই রূপে শত্রুসূদন রাজা সৌদাস শাপ ভোগ করিয়া অবশেষে পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন! তুমি আমাকে যে ঐ যজ্ঞস্থলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা সেই রাজা সৌদাসের যজ্ঞভূমি।

শত্রুঘ্ন রাজাধিরাজ সৌদাসের এই দারুণ বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া পর্ণশালা মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ঊনাশীতিতম সর্গ।

যে রাত্রি শত্রুঘ্ন পর্ণশালামধ্যে আশ্রয় লইলেন, সেই রাত্রিতেই সীতা দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। অর্দ্ধরাত্রসময়ে বালক

মুনিপুত্রগণ আসিয়া বাল্মীকিকে সীতার সুপ্রসবসম্বন্ধে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিল। কহিল, ভগবন্! রামপত্নী দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন, আপনি তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করুন; যাহাতে ভূত প্রেত তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে না পারে।

তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা বাল্মীকি গমন করিলেন; এবং বালচন্দ্রপ্রতিম মহাতেজস্বী দেবপুত্রসদৃশ পুত্রদ্বয় দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে ভূত পিশাচের উপদ্রব নিবারণার্থ যথোপযুক্ত রক্ষাবিধান করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি কুশ মুষ্টি ও লব (কুশের গোড়া) লইয়া বালকদিগের রক্ষাবিধান করিলেন। তিনি বৃদ্ধাদিগের হস্তে মন্ত্রপূত কুশাগ্র প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমরা ইহা দ্বারা জ্যেষ্ঠ বালকের গাত্র মার্জ্জন করিবে, এবং লব (কুশের অধস্তন অর্দ্ধভাগ) প্রদান করিয়া কহিলেন, ইহা দ্বারা কনিষ্ঠের গাত্র মার্জ্জন করিবে। এতদনুসারে ইহার পর আমি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিব। এই নামেই ইহারা পৃথিবীতে খ্যাত হইবে।

অনন্তর বৃদ্ধা মুনিপত্নীগণ শ্রদ্ধাসহকারে বাল্মীকির হস্ত হইতে রক্ষাসাধন কুশ ও লব গ্রহণ এবং বালকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিলেন। সীতা নির্ব্বিঘ্নে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছেন; বৃদ্ধা মুনিপত্নীগণ বালকদিগের রক্ষা বিধান করিতেছেন, এবং রামচন্দ্রের গুণগান হইতেছে, অর্দ্ধরাত্র সময়ে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন নিজ পর্ণশালা মধ্যে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, পরম সৌভাগ্য যে আজ সীতাদেবী পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। আনন্দে শ্রাবণমাসিক সুদীর্ঘ বর্ষারাত্রি অতি অল্প সময় মধ্যে প্রভাত হইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইলে সুমহাবীর্য্যশালী মহাযশা শত্রুঘ্ন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং সপ্ত-

রাত্রি যাপন করিয়া অবশেষে যমুনাতীরনিবাসী পুণ্যকর্ম্মা ঋষিদিগের আশ্রমে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া তিনি তথায় বাসগ্রহণপূর্ব্বক ভার্গবাদি মুনিদিগের সহিত বিবিধ মনোরম কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রঘুপ্রবীর রাজনন্দন শত্রুঘ্ন ঐ রাত্রি তত্রত্য আশ্রমে বাস করিয়া, চ্যবন প্রভৃতি মুনিগণের সহিত নানা কথোপকথন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

অশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে, শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! লবণ কিরূপ বলবান্। তাহার শূলেরই বা বল কিপ্রকার? কোন্ কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমাগত হইয়া, এই শূলমুখে নিহত হইয়াছে?

মহাতেজা চ্যবন মহাত্মা রঘুনন্দন শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রঘুনন্দন! লবণ এই শূলের দ্বারা অসংখ্য কার্য্য করিয়াছে। তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন মান্ধাতার উপরে যে কার্য্য করে, তাহা শ্রবণ কর। অযোধ্যার পূর্ব্বরাজা মান্ধাতা নামে তিন লোক বিখ্যাত ছিলেন। ইনি যুবনাশ্বের পুত্র, মহাবলবান্ ও বীর্য্যশালী। রাজা মান্ধাতা সমুদায় পৃথিবী আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া, সুরলোকজয়মানসে কৃতোদ্যম হইলেন। তিনি দেবলোকজিগীষার উদ্যোগ করিতে লাগিলে, স্বয়ং দেবরাজ মহাত্মা দেবগণের সহিত সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাজা মান্ধাতা এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, স্বর্গে আরোহণ করিলেন যে, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ও অর্দ্ধরাজ্য অধিকার করিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিব এবং দেবগণ আমায় বন্দনা করিবেন।

পাকশাসন ইন্দ্র তাঁহার এই দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া, সান্ত্ব-

পূর্ব্ব বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! তুমি মানুষ লোকেই প্রকৃতপক্ষে রাজা হইতে পার নাই। অতএব পৃথিবীকে বশ না করিয়া, কি রূপে দেবরাজ্য অভিলাষ করিতেছ? হে বীর! যদি সমগ্র ও নিখিল মেদিনীমণ্ডল তোমার বশে থাকে, তাহা হইলে, সভৃত্যবলবাহনে দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হও।

ইন্দ্র এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, মান্ধাতা তাহাকে কহিলেন, হে শক্র! পৃথিবীতে কোথায় আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন হইয়াছে?

ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, হে অনঘ! মধুর পুত্র লবণ নামে মধুবননিবাসী নিশাচর তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী নহে।

ইন্দ্রের মুখে এই ঘোর বিপ্রিয় শ্রবণ করিয়া, রাজা লজ্জায় অধোবদন হইলেন; কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ অধোমুখে ইন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান ও পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিলেন। হে অরিন্দম! তিনি অমর্ষপূর্ণ হৃদয়ে ভৃত্য, বল ও বাহনসমভিব্যাহারে মধুপুত্র লবণকে বশ করিবার জন্য সমাগত হইলেন, এবং লবণের সহিত যুদ্ধাভিলাষে তাহার সকাশে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত তথায় গমন করিয়া, লবণকে অনেক অতি অপ্রিয় কথা বলিল। দূত এইরূপ বলিলে, লবণ তাহাকে ভক্ষণ করিল।

ওদিকে দূতের আসিতে বিলম্ব হওয়াতে, রাজা মান্ধাতা ক্রোধসমন্বিত হইয়া, চারিদিক হইতে শরবৃষ্টি করিয়া, লবণ নিশাচরকে অর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। লবণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য ও হস্তে শূল গ্রহণ করিয়া, সানুচর রাজার বধ জন্য ঐ উৎকৃষ্ট আয়ুধ মোচন করিল। তখন ঐ শূল দীপ্যমান হইয়া, রাজাকে ভৃত্য, বল ও বাহন সহিত ভস্মীকৃত করিয়া, পুনরায় লবণের হস্তে সমাগত হইল। মহাত্মা মান্ধাতা এই রূপে সবলবাহনে নিহত হইলেন। হে সৌম্য! শূলের বল অপ্রমেয় ও অনুত্তম। তুমি আগামী কল্য প্রভাতে লবণকে সংহার করিবে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। লবণ শূল লইতে না পারিলে, তোমার বিজয় ধ্রুব। তুমি লবণকে বধ করিলে, লোক সকলের স্বস্তিলাভ হইবে। হে নরর্ষভ! এই আমি দুরাত্মা লবণের ও তাহার শূলের অপ্রমেয় ঘোরবল সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। হে পার্থিব! লবণ মান্ধাতাকে যত্নসহকারে বিনাশ করিয়াছিল, সহজে পারে নাই। হে মহাত্মন্! তুমি আগামী কল্য প্রভাতে লবণকে বধ করিবে, সন্দেহ নাই। সে শূল না লইয়া আমিষার্থে নির্গত হইবে। হে নরেন্দ্র! তৎকালে তুমি নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে।

—ঃ•ঃ—

একাশীতিতম সর্গ।

এই রূপে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নজয়কামনায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, মহামতি শত্রুঘ্নের সেই রজনী শীঘ্রই প্রভাত হইল। নির্ম্মল প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে, সেই সময়ে বীর লবণ ভক্ষ্য সংগ্রহানুরোধে পুর হইতে বহির্গত হইল। এই অবসরে বীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী পার হইয়া, মধুপুরীর দ্বারদেশে ধনুর্হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর অর্দ্ধদিবস সমাগত হইলে, ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর লবণ বহু সহস্র প্রাণিভার বহন করিয়া, আগমন পূর্ব্বক অবলোকন করিল, শত্রুঘ্ন আয়ুধ হস্তে দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিল, তুমি এই আয়ুধ দ্বারা কি করিবে? রে নরাধম! আমি জাতক্রোধ হইয়া, তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র আয়ুধধারীকে ভক্ষণ করিয়াছি। বুঝিলাম, তুমিও কালের বশবর্ত্তী হইয়াছ। রে পুরুষাধম! আমার এই আহারও সংপূর্ণ হইয়াছে। রে দুর্ম্মতে! তুমি স্বয়ং আগমন করিয়া, কি রূপে অদ্য আমার মুখে প্রবেশ করিলে?

লবণ বারংবার হাস্য করিয়া, এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, বীর্য্যবান শত্রুঘ্ন রোষভরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি সেই শত্রুঘ্ন রোষে অভিভূত হইলে, তাঁহার সর্ব্বশরীর

হইতে তেজোময় মরীচি সকল বিনিষ্পতিত হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত জাতক্রোধ হইয়া, তাহাকে কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিলাষ করি। আমি রাজা দশরথের পুত্র, ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ্ন, শত্রু সকলের সংহার করিয়া থাকি। তোমার বধাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। তুমি সর্ব্বভূতের শত্রু। আমার হস্তে বাঁচিয়া যাইতে পারিবে না।

তিনি এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, সেই নরশ্রেষ্ঠকে প্রত্যুত্তর করিল, তোমার মস্তিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। নিয়তিবশেই তুমি আমার হস্তগত হইয়াছ। রাক্ষস রাবণ আমার মাতুষসাগণের ভ্রাতা। রে দুর্ব্বুদ্ধে! রে পুরুষাধম! রাম স্ত্রীর নিমিত্ত তাঁহাকে সংহার করিয়াছে। আমি অবজ্ঞা পুরস্কৃত করিয়া, রাবণের সেই কুলক্ষয় সহ্য করিয়াছি; বিশেষতঃ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়াছি। তোমরা সকলেই পুরুষাধম। তোমাদের মধ্যে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সকল ব্যক্তিকেই আমি তৃণের ন্যায় পরাভূত ও নিহত করিয়াছি। রে দুর্ম্মতে! তোমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, যুদ্ধ দান করিব। যাবৎ আয়ুধ আনয়ন না করিতেছি, তাবৎ মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। তোমাকে বধ করিতে যাদৃশ আয়ুধ আমার অভীপ্সিত, যতক্ষণ তাহা সজ্জিত না করিতেছি, ততক্ষণ অবস্থান কর।

শত্রুঘ্ন তাহাকে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, প্রাণ থাকিতে কোথায় যাইবে? স্বয়মাগত শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়া কৃতীলোকের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বিক্লব বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, বিপক্ষকে অবসর প্রদান করে, সেই মন্দবুদ্ধি কাপুরুষের ন্যায়, হত হইয়া থাকে। অতএব, এই জীবলোক ভাল করিয়া দেখিয়া লও। তোমায় বিবিধশাণিত সায়কে যমগেহাভিমুখে লইয়া যাইব। হে রাক্ষস! তুমি পাপাত্মা ও ত্রিলোকের বিপক্ষ।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

মহামতি শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া, লবণ ঘোরতর ক্রোধ আশ্রয় করিয়া, থাক থাক বলিতে লাগিল, এবং হস্তে হস্ত নিপীড়িত ও দন্তসমূহ কটকটায়িত করিয়া, রঘুশার্দ্দূল শত্রুঘ্নকে বারংবার আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল।

দেবশত্রুঘ্ন শত্রুঘ্ন তাদৃশবাক্য প্রয়োগপ্রবৃত্ত ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, তুমি যে সময়ে অন্যান্যদিগকে জয় করিয়াছিলে, তখন শত্রুঘ্নের জন্ম হয় নাই। অতএব অদ্য তুমি বাণাভিহত হইয়া যমভবনে গমন কর। রে পাপাত্মন্! ত্রিদশেরা যেমন রাবণকে, ঋষিগণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ অদ্য তেমনি তোমাকে মৎকর্তৃক নিহত অবলোকন করুন। রাক্ষস! তুমি অদ্য আমার বাণে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, পতিত হইলে, পুর ও জনপদ পরমমঙ্গলসম্পন্ন হইবে। অদ্য আমার বাহুনিক্ষিপ্ত বজ্রনিভানন শর, পদ্মমধ্যে সূর্য্যাংশুর ন্যায়, তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবে।

লবণ এই প্রকার অভিহিত ও ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থলে এক মহাবৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। তিনি তাহা শতখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। নিশাচর আপনার কার্য্য ব্যর্থ দেখিয়া, পুনরায় সবলে সুবহুপাদপ গ্রহণ করিয়া, শত্রুঘ্নের প্রতি বিসর্জ্জন করিল। তেজস্বী শত্রুঘ্ন নতপর্ব্ব তিন চারি বাণে একে একে সেই সকল আপতিত বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন রাক্ষসের উপরি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ব্যথিত হইল না। প্রত্যুত, সেই বীর্য্যশালী নিশাচর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, বৃক্ষ উদ্যত করত তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। সেই আঘাতে তাঁহার অঙ্গ সকল গলিত ও মোহ উপস্থিত হইলে, তিনি পড়িয়া গেলেন। তদ্দর্শনে ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তুমুল হাহাকার করিয়া

উঠিলেন। শত্রুঘ্ন হত ও ভূপতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিশাচর সমুত্থিত অবসর হইলেও, শূল আনয়নার্থ স্বভবনে প্রবেশ করিল না। এবং তাঁহাকে হত ও ভূপতিত দেখিয়া, শূলও গ্রহণ করিল না। অনন্তর তিনি হত হইয়াছেন, জানিয়া সংগৃহীত ভক্ষ্য সকল বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

শত্রুঘ্ন মুহূর্ত্তমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া, পুনরায় আয়ুধহস্তে পুর দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। ঋষিগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দিব্য অমোঘ উৎকৃষ্ট শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, দশদিক পূর্ণ করিতেছে। উহার আনন ও বেগ বজ্রের ন্যায় এবং দৃশ্য মেরু ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায়। উহার পর্ব্বসকল নত। সংগ্রামে কেহই উহাঁকে জয় করিতে পারে নাই। উহার অঙ্গ রক্ত রূপ রক্তচন্দনে লিপ্ত এবং উহার পত্র পরম সুন্দর। দানবেন্দ্ররূপ অচলেন্দ্রগণ এবং অসুর সকলের দারুণ ভয়ঙ্কর ঐ শর যুগান্তকালীন কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত দর্শন করিয়া, সমস্ত ভূত নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও অপ্সরোগণ সহিত সমস্ত জগৎ অসুস্থ হইয়া, পিতামহের সমীপস্থ হইল। এবং সেই দেবদেবেশ বরদাতা প্রপিতামহকে দেবগণের উপস্থিত ভয় সংমোহ ও সমস্ত লোকের ক্ষয় দশা নিবেদন করিল।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের কথা শুনিয়া কহিলেন, যে কারণে এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পরিণামে অভয় সংঘটিত হইবে। অনন্তর তিনি মধুরবাক্য কহিলেন, দেবগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর। শত্রুঘ্ন যুদ্ধে লবণের বধ জন্য শর সন্ধান করিয়াছেন। হে সুরসত্তমগণ! তাহারই তেজে আমাদের সকলের ভয়মোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই তেজোময় সনাতন শর আদিদেব সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুর বিনির্ম্মিত। মধুও

কৈটভ নামে দুই দৈত্য। মহামতি বিষ্ণু তাঁহাদের উভয়ের সংহার জন্য এই মহাশরের সৃষ্টি করেন। একমাত্র বিষ্ণু এই তেজোময় শর অবগত আছেন। এই শত্রুঘ্ন মহামতি বিষ্ণুর পূর্ব্ব দেহ। অতএব, তোমরা এখান হইতে গমন করিয়া, অবলোকন কর, রামানুজ বীর মহাত্মা শত্রুঘ্ন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে বধ করিতেছেন।

দেবদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া, সুরগণ সকলে শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন। এবং অবলোকন করিলেন, শত্রুঘ্নের করধৃত দিব্যমূর্ত্তি ঐ শর যুগান্তাগ্নির ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছে। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন আকাশমণ্ডল দেবগণে পরিবৃত দেখিয়া, ভয়ঙ্কর সিংহগর্জ্জনে পুনরায় লবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লবণ পুনরায় মহাত্মা শত্রুঘ্ন কর্তৃক আহূত ও ক্রোধ সংযুক্ত হইয়া, যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত হইল। তখন ধন্বিশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া লবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে মোচন করিলেন। ঐ বাণ তদীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, আশু রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। বিবুধপূজিত ঐ দিব্য শর রসাতলে গমন করিয়া, পুনরায় অবিলম্বে ইক্ষ্বাকুনন্দনের সমীপস্থ হইল। নিশাচর লবণ তদীয় শরে নির্ভিন্ন হইয়া, বজ্রাহত অচলের ন্যায় সহসা পতিত হইল। রাক্ষস নিহত হইলে, সেই দিব্য মহাশূল সমুদয় দেবতার সমক্ষে রুদ্রের বশবর্ত্তী হইল।

উৎকৃষ্ট শরচাপধারী রঘুপ্রবীর লক্ষ্মণানুজ একমাত্র শরপাতে ত্রিলোকের ভয় নিপাত করিয়া, অন্ধকার নিরাকরণ পূর্ব্বক ভাস্করের ন্যায়, শোভমান হইলেন। তখন দেবগণ, ঋষিগণ, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ, সকলে এই বলিয়া শত্রুঘ্নের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হে দাশরথে! তুমি যে ভয়ত্যাগ করিয়া জয় লাভ করিলে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এবং সর্পের ন্যায় লবণ বিনষ্ট হইল, ইহাও নিরতি সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

লবণ হত হইলে, অগ্নি ও ইন্দ্রপুরোগম দেবগণ শত্রুপাতন শত্রুঘ্নকে সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! সৌভাগ্য ক্রমে তুমি জয়লাভ করিলে। এবং সৌভাগ্য ক্রমেই লবণ নিহত হইল। হে পুরুষশার্দ্দূল! হে সুব্রত! এক্ষণে বর গ্রহণ কর। হে মহাবাহো! সমুদয় বরদাতাগণ সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই তোমার বিজয়াকাঙ্ক্ষী। আমাদের দর্শন কখনো ব্যর্থ হয় না। প্রয়তাত্মবান্ মহাবাহু শূর শত্রুঘ্ন দেবগণের কথা শুনিয়া, মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিলেন, এই মনোহারিণী রমণীয়া দেবনির্ম্মিতা মধুপুরী শীঘ্র রাজধানী হউক, ইহাই আমার একমাত্র বর। দেবগণ প্রীতচিত্তে আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, এই পুরী শূরসেনা নামে রমণীয় রাজধানী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহামতি দেবগণ এই কথা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বর্গে আরোহণ করিলেন। মহাতেজা শত্রুঘ্নও সৈন্যদিগকে তথায় আনয়ন করিলেন। সৈন্যেরা তদীয় শাসন শ্রবণ করিয়া, শীঘ্র সমাগত হইল। তখন শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাসে নিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে শূরসেনগণের নিবিষ্ট অকুতোভয় দেশরূপে সেই সুদিব্য দর্শনীয় নগরী দ্বাদশবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার ক্ষেত্র সকল শস্যপূর্ণ হইল। ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তত্রত্য পুরুষমাত্রেই বীর্য্যশালী ও রোগশূন্য হইল। যমুনাতীরশোভিত ঐ পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং চত্বর, আপণ, বীথিকা ও উৎকৃষ্ট গৃহ সমূহে সুশোভিত; চাতুর্ব্বর্ণীয় ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ ও বিবিধ বাণিজ্য বিরাজিত। পূর্ব্বে লবণ যে গৃহ সুধায় ধবলিত ও নানাবর্ণে সুশোভিত করিয়া, নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এক্ষণে শত্রুঘ্ন সেই গৃহের শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতানুজ শত্রুঘ্ন ঐ নগরীকে

চতুর্দ্দিকে বিবিধ শোভনীয় আরাম, বিহারক্ষেত্র, দেব ও মনুষ্য, বিবিধ পণ্য এবং নানাদেশ হইতে সমাগত বণিক্ এই সকলে সুশোভিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন দর্শন করিয়া, কৃতমনোরথ ও পরম প্রীত হইয়া, নিরতি হর্ষ লাভ করিলেন। এই রূপে মনোহারিণী পুরী সন্নিবিষ্ট করিয়া, তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, দ্বাদশ বর্ষ সমাগত হইয়াছে। অধুনা শ্রীরামের পদযুগল দর্শন করিব। অনন্তর রঘুবংশবর্দ্ধন নরাধিপ শত্রুঘ্ন বিবিধ জনাভিসংবৃত অমর-পুরসদৃশী সেই পুরী নিবেশিত করিয়া, রামপাদদর্শনে কৃতমতি হইলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ।

অনন্তর দ্বাদশ বৎসর সমাগত হইলে, শত্রুঘ্ন অল্পভৃত্যবলানু-গত হইয়া, রামরক্ষিত অযোধ্যায় গমন করিতে কল্পনা করি-লেন। অনন্তর তিনি মন্ত্রিপুরোগম বলপ্রধানদিগকে বিনিবৃত্ত করিয়া, একশত রথ ও অশ্বপ্রধান সেনাসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। এই সকল স্থানে যথাক্রমে অবস্থিতি করিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিব, এই রূপে তিনি যে সপ্তাষ্ট অবস্থিতি স্থান গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎসমস্তে যথাক্রমে গমন করিয়া, তিনি বাল্মীকির আশ্রমপদে পদার্পণ ও অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর পুরুষর্ষভ মহাযশা রঘুনন্দন ঋষির পাদযুগল বন্দনানন্তর তদ্দত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য ও আতিথ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। মুনি বাল্মীকি মহাত্মা শত্রুঘ্নকে সহস্র সহস্র, সুমধুর, বিবিধ কথা বলিলেন। তিনি লবণের বধ উপলক্ষ করিয়া কহিলেন, তুমি লবণকে বধ করিয়া, অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ। হে সৌম্য! হে মহাবাহো! লবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহা-বল বহু রাজাকে সবলবাহনে নিহত করিয়াছে। হে পুরুষর্ষভ! তুমি সেই পাপাত্মা লবণকে অবলীলাক্রমে বধ করিলে। তোমার

তেজে সমস্ত সংসার নির্ভয় হইল। অনেক যত্নে ও অনেক শঙ্কায় রাবণকে বধ করিয়াছ। কিন্তু তুমি বিনাযত্নেই এই অতি মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে। লবণের মৃত্যুতে দেবগণও পরম প্রীত হইয়াছেন। এবং প্রাণীমাত্রের ও সমস্ত জগতের প্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব! আমি ইন্দ্রের সভায় উপবিষ্ট হইয়া, তোমাদের এই যুদ্ধ যথাবৎ দর্শন করিয়াছি। হে শত্রুঘ্ন! আমারও আন্তরিক প্রীতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিব। এইপ্রকার আঘ্রাণ করাই স্নেহের চূড়ান্ত নিদর্শন। এই বলিয়া মহামতি বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার অনুযাত্রিকগণের আতিথ্যবিধান করিলেন।

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ভোজনানন্তর গীতমাধুর্য্যবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট রামচরিত্র শ্রবণ করিলেন। রাম পুর্ব্বে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপে ঐ চরিত্র রচিত হইয়াছে। ঐ চরিত্র সংস্কৃত বাক্যে বদ্ধ, তন্ত্রীলয়সমন্বিত, উর কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থানে মন্দ্রমধ্যমতার ভেদ সহায়ে উদ্ধরণবিশিষ্ট, সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণে অলংকৃত এবং গানোচিত তালশব্দসম্পন্ন। পুরুষশার্দ্দূল শত্রুঘ্ন আনুপুর্ব্বক্রমে সত্যার্থবিশিষ্ট যথাবৃত্ত ঐ সকল অক্ষরঘটিত বাক্য শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংজ্ঞালোপ ও লোচনযুগল বাষ্পাকুল হইল। তিনি মুহূর্ত্ত কাল জ্ঞানশূন্যের ন্যায়, অবস্থিতি করিয়া, পশ্চাৎ বিবেকোদয়ে বিস্ময়াতিশয্যপ্রযুক্ত বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গীতে অতীত ঘটনা সকল বর্ত্তমানের ন্যায় শ্রবণ করিলেন।

তাঁহার পদানুগ ব্যক্তি সকল এই গীতিসম্পদ্ শ্রবণ করিয়া, অবাঙ্মুখ ও ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য! শত্রুঘ্নের সৈনিকগণও এই বলিয়া পরস্পর সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইল, কি এ, আমরা কোথায় রহিয়াছি, ইহা কি স্বপ্ন দর্শন? পুর্ব্বে যে বিষয় কখনও দেখি নাই, আশ্রমপদে আসিয়া তাহা শুনিতেছি।

কি এ? স্বপ্নেই এই প্রকার অনুত্তম গীতশব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই রূপে তাহারা পরম বিস্মিত হইয়া, শত্রুঘ্নকে বলিতে লাগিল, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিকে এ বিষয় ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল। শত্রুঘ্ন তাহাদিগকে কহিলেন, হে সৈনিকগণ! এই প্রকার জিজ্ঞাসা করায় আমাদের অধিকার নাই। এই মুনির আশ্রমে এই প্রকার অনেক আশ্চর্য্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কৌতূহলপ্রযুক্ত ইঁহাকে এতদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এই প্রকার কহিয়া, মহর্ষির অভিবাদনানন্তর স্বকীয় নিবেশে যাত্রা করিলেন।

—(:)—

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন শয়ন করিয়া, অনেকার্থবিশিষ্ট অনুত্তম রামগীত চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাঁহার আর নিদ্রাবেশ হইল না। ঐ গীতের তন্ত্রীলয়সমন্বিত সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহামতি শত্রুঘ্নের রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হইয়া গেল। রজনী অতীত হইলে, তিনি পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সম্পাদনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন্! রঘুকুলানন্দজনক রামকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এক্ষণে, আপনি এই সকল সংশিতব্রত ঋষিগণের সহিত এ বিষয়ে আমাকে অনুজ্ঞা করেন, ইহাই অভিলাষ।

শত্রুসূদন শত্রুঘ্ন এই প্রকার নিবেদন করিলে, মহর্ষি বাল্মীকি আলিঙ্গন প্রদান পুরঃসর তাঁহারে বিদায় দিলেন। তিনি রামদর্শনে উৎসুক হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া, সত্বর অযোধ্যায় গমন করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন রমণীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যেখানে মহাবাহু মহাদ্যুতি

রাম বিরাজ করিতেছেন, তথায় সমাগত হইলেন এবং দেখি-লেন, পূর্ণচন্দ্রনিভানন রাম, অমর মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, মন্ত্রিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তেজে যেন জ্বলিতেছেন। শত্রুঘ্ন সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই সম্পাদন করিয়াছি। পাপমতি লবণ নিহত ও তদীয় পুরী সন্নিবেশিত হইয়াছে। হে রঘুনন্দন! গত দ্বাদশ বৎসর আপনা বিনা তথায় বাস করিয়াছি। কিন্তু আপনাবিনা আর বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। অতএব হে অমিতবিক্রম কাকুৎস্থ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি আপনার বিরহে, মাতৃহীন বৎসের ন্যায়, চিরকাল তথায় বাস করিতে পারি না।

তিনি এইপ্রকার কহিলে, রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, হে শূর! বিষণ্ণ হইও না। ইহা ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার নহে। হে রাঘব! রাজারা বিপ্রবাসে অবসন্ন হয়েন না। হে রঘুনন্দন! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। হে বীর! হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সময়ে সময়ে আমাকে ও অযোধ্যাকে দেখিবার জন্য আগমন ও পুনরায় স্বীয় পুরে গমন করিও। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও পরম প্রীতিভাজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজ্য পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কাকুৎস্থ! তুমি সাত রাত্রি আমার সহিত বাস কর। পরে সভৃত্যবলবাহনে স্বীয় পুরীতে গমন করিবে।

রামের এই ধর্ম্মযুক্ত মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া, শত্রুঘ্ন ব্যাকুলবচনে কহিলেন, যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। অনন্তর মহাধনু শত্রুঘ্ন রামের আজ্ঞায় সপ্ত রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া, গমনের উপক্রম করিলেন।

অনন্তর সত্যপরাক্রম মহাত্মা রাম, ভরত ও লক্ষ্মণকে আম-

ত্রণ করিয়া, মহারথে অধিরোহণ পূর্ব্বক সত্বর পুরীতে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ ও ভরত উভয়ে পদব্রজে অনেক দূর অনুগমন করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

রাম শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দিয়া, ভরত ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতার সহিত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত সুখী ও অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর কতিপয় দিন অতীত হইলে, জনপদবাসী কোন ব্রাহ্মণ এক মৃত বালকসমভিব্যাহারে লইয়া রাজদ্বারে সমাগত হইলেন। এবং স্নেহ ও দুঃখে অভিভূত হইয়া, রোদন করিতে করিতে, বারংবার পুত্র পুত্র বলিয়া, অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি পূর্ব্ব দেহান্তরে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, যে, আমাকে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইল। বৎস! তোমার যৌবন হয় নাই; তুমি কিঞ্চিন্ন্যূন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক। আমাকে দুঃখ দিবার জন্য অকালে কালপ্রাপ্ত হইলে। আমিও তোমার শোকে অল্পদিন মধ্যেই নিধন প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই! হে পুত্রক! তোমার জননীরও আমার দশা ঘটিবে। আমি কখনও মিথ্যা বলিয়াছি, স্মরণ হইতেছে না। কখনও কাহার হিংসা করিয়াছি, স্মরণ হইতেছে না। এবং কখনও পাপ করিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হইতেছে না। তবে কোন্ পাপে অদ্য আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়াই যমালয়ে গমন করিল? আমি পূর্ব্বে কখনও এ প্রকার ঘোরদর্শন ঘটনা দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। রামেরই অধিকারে কালপূর্ণ না হইলে, লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। রামের কোনও মহৎ দুষ্কৃতি আছে, সন্দেহ নাই। সেই জন্যই তদীয় অধিকারে বালকগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। অন্যের অধিকারে বালকগণের এ প্রকার মৃত্যুভয় নাই। অতএব রাজন্! এই মৃত বালকের

জীবন দান কর। নতুবা পত্নীর সহিত অনাথের ন্যায়, এই রাজ-দ্বারেই প্রাণ ত্যাগ করিব। হে রাম! তাহা হইলে, তুমি ব্রহ্ম-হত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া, সুখী এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হও। হে মহাবল! তোমার এই রাজ্যে আমরা সুখে বাস করিয়াছি। অধুনা, রাম! তোমার বশে থাকিয়া, আমা-দের এই বালকমরণদুঃখ ভোগ করিতে হইল। আমরা কালের বশীভূত হইলাম। অতএব তোমার রাজ্যে আর আমাদের স্বল্পমাত্র সুখ নাই। সংপ্রতি মহামতি ইক্ষ্বাকুগণের অধিকৃত রাজ্য, রামকে নাথ পাইয়া, নিশ্চয়ই অনাথ হইল। যেহেতু, রামের অধিকারে বালকের মৃত্যু সংঘটিত হইল। রাজার দোষে যথাবিধানে পালন না হইলে, প্রজা বিপন্ন এবং রাজা ধর্ম্মানু-সারে প্রজাপালন না করিলে, লোকের অকালমৃত্যু হইয়া থাকে। অথবা, পুর বা জনপদমধ্যে লোকে অনুচিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করে, তাহা নিবারণ না করিলে, অকালমৃত্যু সংঘটিত হয়। অতএই স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, পুরে ও জনপদে ঐ রূপে রাজদোষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতেই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র ঐ ব্রাহ্মণের তাদৃশ দুঃখশোকসমন্বিত করুন পরি-দেবিত শ্রবণ করিয়া, দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, বশিষ্ঠ, বামদেব, ভ্রাতৃ-গণ, পৌরগণ ও মন্ত্রিগণ সকলকে আহ্বান করিলেন। তখন বশিষ্ঠের সহিত আটজন ব্রাহ্মণ প্রবেশিত হইয়া, দেবসংকাশ রাজা রামকে কহিলেন, আপনার জয় হউক। মার্কণ্ডেয়, মৌদ্-গল্য, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই আটজন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ইহাঁরা সকলে আসনে উপবেশিত হইলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, ঐ সকল সমাগত মহর্ষিকে অভিবাদন

করিলেন। ফলতঃ, তিনি মন্ত্রিগণ, পৌরগণ ও ঋষিগণ সকলেরই প্রতি যথাযোগ্য শিষ্টাচার বিধান করিলেন। অনন্তর ঐ দীপ্ততেজা ব্যক্তি সকল উপবেশন করিলে, রাম সমুদয় বলিতে লাগিলেন, কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ রাজদ্বার রোধ করিয়া আছেন।

তিনি ব্যাকুলভাবে এই কথা কহিলেন, নারদ তাহা শ্রবণ করিয়া, ঋষিগণের সান্নিধ্যে স্বয়ং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! যে কারণে বালকের অকালমৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ কর। হে রঘুনন্দন! শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান কর। রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতিই তপস্বী ছিল না। এই রূপে ব্রাহ্মণবর্ণপ্রধান, তপঃপ্রদীপ্ত, অজ্ঞানাবরণবিরহিত, সেই সত্যযুগে সকলেই মৃত্যুশূন্য ও ভূয়োদর্শনসম্পন্ন ছিল। অনন্তর কৃতযুগের অবসানে মানবগণের ব্রহ্মাত্মবুদ্ধি শিথিল হইলে, ত্রেতাযুগ, প্রবর্ত্তিত হইল। এই ত্রেতাযুগে প্রাক্তনতপোবলসমন্বিত ক্ষত্রিয়গণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই ত্রেতাযুগে যে সকল তপোযুক্ত মানব সমুৎপন্ন হয়েন, তাঁহারা পূর্ব্বাজাত সত্যযুগে ইহা অপেক্ষা অধিক বীর্য্য ও তপঃসম্পন্ন হইয়া থাকেন। সত্যযুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরা প্রধান। কিন্তু ত্রেতাযুগে উভয়বর্ণ সমানবীর্য্যসম্পন্ন হয়েন। এই রূপে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের অধিক বিশেষ দেখিতে না পাইয়া, মন্বাদি তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ চাতুর্ব্বর্ণসম্মত বর্ণাচারভেদস্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এই রূপে এই ত্রেতাযুগ বর্ণাশ্রমপ্রযুক্ত যাগাদিধর্ম্মবহুল, ধর্ম্মাচরণের অন্তরায় স্বরূপ পাপপরম্পরা বিরহিত ও ধর্ম্ম কর্তৃক কিয়ৎপরিমাণে অপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে, পৃথিবীতলে একপাদ অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইল। এবং লোকে অধর্ম্মসংযুক্ত হওয়াতে, নিস্তেজ হইয়া পড়িল। পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের যে গৃহক্ষেত্রাদি ছিল, তদুদ্দেশে পরস্পর রজোমূলক দ্বেষের সঞ্চার

হইল। পৃথিবীতে ঐ রূপে অধর্ম্মের যে পাদ বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্দ্বারা মেষরূপ মলস্বরূপ অনৃত প্রাদুর্ভূত হইল। অধর্ম্ম উক্তরূপে অনৃত স্বরূপ একপাদ বিক্ষেপ করিলে, প্রাকদুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ লোকের অপরিমিত আয়ু পরিমিত হইয়া উঠিল। অধর্ম্ম কর্ত্তৃক পৃথিবীতে অনৃত রূপ পাদপ বিক্ষিপ্ত হইলে, লোকে তৎপ্রযুক্ত আয়ুক্ষয় পরিহারকামনায় সত্যধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া বিবিধ শুভানুষ্ঠান আরম্ভ করিল। এই রূপে ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা তপস্যায় প্রবৃত্ত এবং বৈশ্য ও শূদ্রেরা তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিরত হইয়া থাকে। তৎকালে শুশ্রূষাই বৈশ্য ও শূদ্রের পরম স্বধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হয়। বিশেষতঃ, শূদ্রেরা সকল বর্ণেরই পূজা করিয়া থাকে।

হে নৃপসত্তম! অনন্তর ত্রেতাযুগের অবসান কালে বৈশ্য ও শূদ্রগণের অনৃত রূপ ধর্ম্মপাদ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় ন্যূনতা দোষে আক্রান্ত হইলেন। তখন অধর্ম্মের দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে অবতারিত হইলে, দ্বাপরযুগ প্রাদুর্ভূত হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্বাপরযুগের সমাগমে অধর্ম্ম ও অনৃত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এবং এই দ্বাপর সংখ্যাত যুগে বৈশ্যেরা তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে তিন যুগে তিন বর্ণ যথাক্রমে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত এবং তিন যুগে তিন বর্ণে তপোরূপ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু হে নরর্ষভ! এই তিনযুগে শূদ্রের তপোধর্ম্মে অধিকার জন্মে নাই। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! হীনবর্ণ শূদ্র সুমহৎতপস্যায়, কদাচিৎ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কলিযুগে শূদ্রযোনিতে তপোধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। রাজন্‌! এই কারণে দ্বাপরযুগেও শূদ্রের তপস্যা করাও পরম অধর্ম্ম। ত্রেতাযুগের কথা আর কি বলিব। কিন্তু রাজন্‌! কোন শূদ্র দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই ত্রেতাযুগে তোমার অধিকার সমীপে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতেই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে। যে দুর্ম্মতি রাজার দেশে বা পুরে অধর্ম্ম ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান

করে, তাহা হইতে সেই রাজ্যে অলক্ষ্মীমূল প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাজাও তাহা নিবারণ না করিলে, সত্বর নরকে গমন করেন। সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি তাহাদের অধ্যয়ন, তপস্যা ও সুকৃতির ষষ্ঠাংশ ভাগী হয়েন। এই রূপে যখন ষষ্ঠাংশভোগ হয়, তখন কেন না রাজা প্রজা রক্ষা করিবেন? অতএব হে পুরুষশার্দ্দূল! তুমি আপনার রাজ্য অন্বেষণ কর। যেখানে দুষ্কার্য্য দেখিবে, সেই খানেই যত্নবান্ হইবে। হে নরশ্রেষ্ঠ। তাহা হইলে, প্রজালোকের ধর্ম্মবৃদ্ধি, আয়ুবৃদ্ধি এবং এই বালকেরও জীবিতলাভ হইবে।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

দেবর্ষি নারদের অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র পরম আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি যাইয়া দ্বিজ-শ্রেষ্ঠকে আশ্বাস দান কর, এবং বালকের মৃত শরীর তৈল-দ্রোণীতে নিক্ষেপ করাও। বিবিধ সুগন্ধ ও সুগন্ধি তৈল দ্বারা উহার শরীর রক্ষা করিবে, যেন কোন মতে ক্ষয় না পায়। বিকৃতি বা সন্ধি বিশ্লেষ কি কেশপতনাদিও যেন না হয়।

ককুৎস্থনন্দন মহাযশা রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মনে মনে বিমানকে স্মরণ করিলেন এবং কহি-লেন, সত্বর আনয়ন কর। তখন তাঁহার মনোগত ভাব অব-গত হইয়া, সুবর্ণবিভূষিত বিমান মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এবং প্রণত হইয়া কহিল, রাজন্! আমি এই আগমন করিয়াছি। হে মহাবাহো! আপনার বশীভূত কিঙ্কর এই উপস্থিত হইয়াছে।

পুষ্পকের মধুরবাক্য শ্রবণ করত রাজা রামচন্দ্র মহর্ষিদিগকে প্রণাম করিয়া রুচির শরাসন তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিলেন। ভরত ও লক্ষ্মণকে নগর রক্ষায় স্থাপন

করিয়া রাঘব ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে সত্বর হিমাচলবেষ্টিত উত্তর দিকে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় শূদ্রতপস্বীকে দেখিতে পাইলেন না। সেদিকে অল্পমাত্র অধর্ম্মও দৃষ্ট হইল না। অনন্তর রাজা তথা হইতে সমগ্র পূর্ব্ব দিক পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি বিমানে অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব দিক্ আদর্শতলের ন্যায় নির্ম্মল। ঐ দিকের অধিবাসীজন সকলেই অতি বিশুদ্ধাচারী। পূর্ব্ব দিক্ হইতে রাঘব দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন; এবং ভ্রমণ করিতে করিতে শৈবলপর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে এক সুপ্রশস্ত সরোবর দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবরের তীরে এক তপস্বী ঊর্দ্ধপাদে এবং অধোমুখে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকটে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুব্রত! আপনি ধন্য! হে মহাতেজস্বিন তপোবৃদ্ধ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছেন? আমি কৌতূহল বশতই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমি রাজা দশরথের তনয়; আমার নাম রাম। তুমি কি কামনা করিয়া, ঈদৃষ দুঃসাধ্য তপস্যা করিতেছ? তুমি কি স্বর্গ, না অন্য কোন বর প্রার্থনা কর? তাপস! তুমি যে উদ্দেশ্য তপস্যা করিতেছ, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তোমার মঙ্গল হউক্। তুমি কি ব্রাহ্মণ! না সুদুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়? না তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য? না শূদ্র? সত্য করিয়া বল।

অবাক্‌শিরা তাপস পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে নিজ জাতির পরিচয় প্রদান করিলেন, যে জন্য তপস্যা করিতেছেন, তাহাও বলিলেন।

——

ঊননবতিতম সর্গ।

অক্লিষ্ট কর্ম্মা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবাক্‌শিরা তপস্বী সেই ভাবেই অবস্থিতি করত কহিলেন, হে মহাযশস্বিন্‌ রামচন্দ্র! আমি শূদ্র জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং সশরীরে দেবত্ব লাভ করিবারজন্য এই কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছি। কাকুৎস্থ! আমি যখন দেবত্ব হইতে অভিলাষী হইয়াছি, তখন মিথ্যা বলিব না। আমি শূদ্র; আমার নাম শম্বুক।

শূদ্র তাপস এই কথা কহিবামাত্র রামচন্দ্র কোষ হইতে রুচিরকান্তি বিমল খড়্গ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন শূদ্র নিহত হইলে, ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সাধু সাধু বলিয়া পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং রাশি রাশি সুগন্ধি দিব্যকুসুম বর্ষণ হইতে থাকিল। অনন্তর দেবগণ অতীব আনন্দিত হইয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে দেব! হে মহামতে! তুমি এই সৎকার্য্য করিয়া দেবতাদিগের মহোপকার সাধন করিলেন। হে অরিন্দম! হে সৌম্য! এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে রঘুনন্দন! আজ তোমার জন্যই শূদ্র স্বর্গ অপহরণ করিতে সমর্থ হইল না।

দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন পুরন্দরকে কহিলেন, যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রার্থনা করি, সেই দ্বিজপুত্র পুনরুজ্জীবিত হউক্‌। আপনারা আমাকে এই বর প্রদান করুন; আমি এইমাত্র পার্থনা করি। আমারই অসবধানতা বশত ব্রাহ্মণের একমাত্র বালক পুত্র অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছে। আপনারা তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করুন। আপনার পুত্রকে জীবিত করিব বলিয়া আমি

ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; অতএব যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয়, আপনারা তাহাই করুন ।

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, কাকুৎস্থ ! তুমি প্রতিগমন কর। সেই ব্রাহ্মণবালক এখনই পুনরুজ্জীবিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাঘব ! শূদ্র নিহত হইবামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালক পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার মঙ্গল হউক্। হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমরাও প্রীতচিত্তে গমন করি। রাঘব ! আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেই সুমহাদ্যুতিসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষির ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি দ্বাদশ বর্ষ কাল জলমধ্যে বাস করিয়া এক্ষণে উত্থিত হইয়াছেন। অতএব কাকুৎস্থ ! আমরা সেই মুনিকে অভিনন্দন করিবার জন্য গমন করিব। তুমিও সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন কর।

তখন রঘুনন্দন যে আজ্ঞা বলিয়া হেমভূষিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ বিস্তর বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুম্ভযোনি অগস্ত্যের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর দেবগণকে সমাগত দর্শন করিয়া ধর্ম্মাত্মা মহামুনি অগস্ত্য যথা বিধানে সকলেরই পূজা করিলেন। দেবগণ পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিপূজা করিয়া, স্ব স্ব অনুচর সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন।

দেবগণ গমন করিলে পর রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক জ্বলিততেজা মহাত্মা ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন ; এবং অভিবাদনান্তে যথোচিত আতিথ্য সৎকার প্রাপ্তি পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা মহাতপা কুম্ভযোনি কহিলেন, রাঘব ! তোমার আগমনে আমি পরম সন্তুষ্ট

হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমেই তুমি আজ উপস্থিত হইয়াছ। রাম! বিবিধ অসামান্য গুণ পরম্পরা নিবন্ধন আমি তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসি। রাজন্! তুমি আমার পূজনীয় অতিথি। আমি তোমার কথাই মনে করিতেছিলাম। দেবগণ বলিয়া গেলেন, তুমি শূদ্রতাপসকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছ। তুমি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছ। রাঘব! আজ রাত্রি তুমি এইস্থানে আমার নিকট বাস কর। তুমিই শ্রীমান নারায়ণ। তোমাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে। তুমি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, তুমিই সনাতনপুরুষ। কল্য প্রভাতে তুমি পুষ্পকযোগে নিজ নগরী গমন করিবে। সৌম্য! এই আভরণ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ইহার গঠন সুন্দর; স্বীয় প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। কাকুৎস্থ! তুমি এই আভরণ গ্রহণ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। কথিত আছে, কোন উৎকৃষ্ট বস্তু অন্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়া যদি ইষ্টদেবতাদিগকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে মহাফল হইয়া থাকে। তুমিই এই আভরণ ধারণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি। মহাফল প্রদান করিতেও তোমারই শক্তি আছে। তুমিই ইন্দ্রাদি দেবগণকেও উদ্ধার করিয়া থাক। অতএব আমি যথা বিধানে তোমাকে এই আভরণ প্রদান করিতেছি, রাজন্! তুমি ইহা গ্রহণ কর।

অনন্তর বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাবীর রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পর্য্যালোচন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের পক্ষেই শোভা পায়; ক্ষত্রিয় কি করিয়া প্রতিগ্রহ করিতে পারে?. প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহা নিন্দনীয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করা অতীব দূষণীয়। অতএব আপনি বলুন, আমি কি প্রকারে এই অলঙ্কার প্রতিগ্রহ করিতে পারি।

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর করিলেন,

রাম! সত্যযুগের প্রারম্ভে মনুষ্যদিগের রাজা ছিল না। কিন্তু ইন্দ্র দেবগণের রাজা ছিলেন। অতএব মনুষ্যেরা রাজপ্রাপ্তির নিমিত্ত দেবদেব প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইল; এবং কহিল, দেব! আপনি ইন্দ্রকে দেবগণের রাজা করিয়া দিয়াছেন, অতএব লোকেশ্বর! আমাদিকেও রাজা প্রদান করুন; তিনি মনুষ্যগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, আমরা তাঁহার পূজা করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। রাজা ভিন্ন আমরা কখনই বাস করিব না, ইহা আমাদিগের স্থির নিশ্চয়।

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা স্ব স্ব তেজোভাগ প্রদান কর। তখন লোকপালগণ স্ব স্ব তেজের অংশ দান করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা ক্ষুপ অর্থাৎ শব্দ করিলেন, তাহাতে ক্ষুপনামক রাজা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার শরীরে লোকপালগণের অংশ সকল সমান ভাগে যোজনা করিলেন। তাহার পর তিনি ক্ষুপকে মনুষ্যদিগের অধীশ্বর ও রাজা করিয়া দিলেন। রাজা ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশ দ্বারা পৃথিবী বশীভূত করিলেন; বরুণের অংশ দ্বারা স্বীয় শরীর পুষ্টি করিতে লাগিলেন, কুবেরের অংশ দ্বারা প্রজাদিগকে ধন দান করিলেন, এবং যমের অংশ দ্বারা প্রজা শাসন করিতে লাগিলেন। রাম! তুমি ইন্দ্রের অংশে এই অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।

মুনির কথা শুনিয়া রাম তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন। সেই অনুত্তম আভরণ গ্রহণ করিয়া রাঘব মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সুগঠিত অদ্ভুত দিব্য আভরণ আপনি কোথায় পাইয়াছেন? কে আপনাকে ইহা দান করিয়াছিল? ব্রহ্মন্! আমি কৌতূহল নিবন্ধনই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি বিবিধ পরমাশ্চর্য্যের নিধিস্বরূপ।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, অগস্ত্য উত্তর করিলেন, রাম!

আমি পূর্ব্বতন ত্রেতাযুগে এই অলঙ্কার যেরূপে প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম, বলিতেছি শ্রবণ কর।

—:•:—

নবতিতম সর্গ।

রাম! পূর্ব্বতন ত্রেতাযুগে এক মৃগপক্ষিবিবর্জ্জিত মানুষশূন্য শত যোজন আয়ত সুবিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। আমি সেই অরণ্যে তপস্যা করিতাম। এক দিন আমি উহার সর্ব্বাংশ সম্যক্‌রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম, ঐ অরণ্য যে কত দূর সুখাবহ, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। সর্ব্বত্রই বিবিধ সুস্বাদু ফল মূল ও নানা প্রকার পাদপপুঞ্জ প্রচুর রূপে উৎপন্ন হইয়া আছে।

ঐ অরণ্যের মধ্যস্থলে আমি একযোজন বিস্তৃত এক সরোবর দেখিতে পাইলাম। উহার অগাধ সুস্থির সুনির্ম্মল সুস্বাদু সলিলে শৈবালমাত্র নাই; পদ্ম ও উৎপলের বন হইয়া আছে; এবং হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক প্রভৃতি বিবিধ জলচর বিহঙ্গম দলে দলে বিচরণ করিতেছে। সরোবরের তীরেও নানাপ্রকার পক্ষী বিহার করিতেছে।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি এই সরোবরের সন্নিকটে এক পুরাণ পবিত্র আশ্রম দেখিতে পাইলাম; কিন্তু তথায় কেহই নাই। তখন গ্রীষ্ম কাল; আমি ঐ রাত্রি ঐ আশ্রমে বাস করিলাম এবং পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলামও, জলে এক হৃষ্ট পুষ্ট শব পতিত রহিয়াছে; উহার কোন অঙ্গই মলিন হয় নাই; শোভাও লোপ পায় নাই। রাজন্! তদ্দর্শনে আমি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ভাবিতে লাগিলাম, এ কি? মুহূর্ত্ত পরেই আমি এক হংসযুক্ত মনোবেগগামী সুবিমল দিব্যদর্শন বিমান দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম ঐ বিমানে এক

অপূর্ব্বমূর্ত্তি স্বর্গবাসী উপবেশন করিয়া আছেন। সহস্র কমল-পত্রাক্ষী দিব্যভূষণভূষিতা অপ্সরা উঁহার উপাসনা করিতেছে। কেহ গান, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বীণা ও পণবাদি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা মহামূল্য সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত চন্দ্রিকাপ্রভ চামর দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল বীজন করিতেছে।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র! অনন্তর, চন্দ্র যেমন সুমেরুশিখর পরিত্যাগ করেন, ঐ স্বর্গবাসী সেইরূপ সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া, আমার সমক্ষেই ঐ শব ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং প্রচুর স্থূল শবমাংস ভক্ষণ করিয়া সরোবরে অবতরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে আচমন করিতে লাগিলেন। আচমনান্তে ঐ স্বর্গবাসী পুনর্ব্বার দিব্য বিমানে আরোহণ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই দেবসঙ্কাশ পুরুষ বিমানে আরোহণ করিতেছেন, দেখিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? দেখিতেছি আপনি দেবমূর্ত্তি; কিন্তু এই নিন্দিত আহার করিলেন কেন, বলুন। হে অমরপুজ্য! ঈদৃশ ব্যক্তির এরূপ আহার কখনই সম্ভাবিত হয় না। সৌম্য! আমি অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি; অতএব প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার শবভক্ষণ আমি যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি না।

রাজন্! আমি অকপট কৌতূহলসংযুক্ত বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বর্গবাসী আমাকে সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

রাম! আমার সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্গবাসী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে আমার এই সুখঃ অথচ এই দুঃখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা যে অলঙ্ঘ্য

কারণ নিবন্ধন হইয়াছে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সুদেব নামে ত্রিলোকবিখ্যাত এক মহাযশা মহাবলপরাক্রান্ত বিদর্ভ-নরপতি ছিলেন। তিনি আমার পিতা। ব্রহ্মন্! তাঁহার দুই মহিষীর গর্ব্ভে দুই পুত্র হইয়াছিল। আমার নাম শ্বেত। আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথ ছিল। পিতার পরলোকগমনের পর প্রজাবর্গ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিল। আমি বিশেষ সাবধানতা পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মন্। এই রূপে আমি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলাম। কোন কারণ বশত আমি আমার পরমায়ু জ্ঞাত ছিলাম। অতএব যখন দেখিলাম যে, আয়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন বনযাত্রা করিলাম। ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত এই সরোবরের সন্নিহিত এই মৃগপক্ষিবিবর্জ্জিত দুর্গম মহাবনে প্রবিষ্ট হইলাম। এই সরোবরের নিকট আগমন করিয়া আমি সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়াছিলাম। এই মহাবন মধ্যে তিন সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে আমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে লাগিল; আমি তাহাতে অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম; অতএব ত্রিভুবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! এই স্থানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; তথাপি আমি উহার বশীভূত হইতেছি কেন! এ আমার কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফল? দেব! এক্ষণে আমি কি আহার করিব বলুন।

পিতামহ আমাকে কহিলেন, সুদেবনন্দন! তুমি প্রতিদিন অতি সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করিবে। শ্বেত! তুমি তপস্যা করিবার সময় কেবল নিজ শরীরই পুষ্ট করিয়াছিলে। হে মহামতে! বপন না করিলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছিলে; কিন্তু কখন কিঞ্চিৎও দান কর নাই। বৎস! সেই জন্যই আজ স্বর্গে আসিয়াও তোমাকে ক্ষুৎপিপাসাজনিত

কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে বিবিধ আহার দ্বারা পরিপুষ্ট অমৃতরসময় নিজ অনুত্তম শবদেহই ভক্ষণ কর; উহাই তোমার জীবিকা হইল। শ্বেত! যখন দুর্দ্ধর্ষ সুমহামুনি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি এই কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে। সৌম্য! তিনি দেবতাদিগকেও উদ্ধার করিতে পারেন; অতএব তোমাকে যে এই ক্ষুধা ও পিপাসা জনিত ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহার আর কথা কি? হে দ্বিজোত্তম! আমি দেবদেব ভগবান পিতামহের সেই বাক্য শুনিয়া অবধি এই নিজশরীরভক্ষণরূপ গর্হিত ভোজন করিতেছি। ব্রহ্মন্! আমি বহু বৎসর এই শবদেহ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তথাপি ইহার ক্ষয় হইতেছে না; ব্রহ্মর্ষে! আমারও পরম পরিতৃপ্তি হইতেছে। এক্ষণে আমি জানিলাম, আপনিই কুম্ভযোনি ভগবান অগস্ত্যমুনি; কারণ এস্থানে অন্য কেহই আসিতে পারেন না, অতএব ব্রহ্মন্! আপনি মহাকষ্টনিপতিত আমাকে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে সৌম্য। আপনি এই আভরণ গ্রহণ করুন। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে এই সুবর্ণ, ধন, বিবিধ পরিচ্ছদ, ভক্ষ্য ভোজ্য ও উৎকৃষ্ট আভরণ সকল এবং নিখিল কাম্য ও ভোগ্য-বস্তু প্রদান করিতেছি; হে মুনিপুঙ্গব! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।

রাম! আমি সেই স্বর্গবাসীর দুঃখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিলাম। আমি এই সুন্দর আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র সেই রাজর্ষির শবভূত মানুষদেহ বিলুপ্ত হইল। শরীর বিলুপ্ত হইলে পর রাজর্ষি শ্বেত পরম পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া সুখে স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। কাকুৎস্থ! এই কারণে সেই ইন্দ্রতুল্য রাজর্ষি আমাকে এই অদ্ভুতদর্শন দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

মহর্ষি অগস্ত্যের সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ঐ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও পরমাশ্চর্য্যতানিবন্ধন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! রাজা শ্বেত সেই যে ঘোর বনে তপস্যা করিতেন, তাহাতে মৃগ বা পক্ষী ছিল না কেন? রাজাইবা কি রূপে সেই মনুষ্যহীন শূন্য কাননে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন? আমি প্রকৃত কথা শুনিতে বাসনা করি।

রামচন্দ্রের কৌতূহলসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমতেজস্বী অগস্ত্য মুনি কহিলেন, রাম! পূর্ব্বতন সত্য যুগে মনু রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র, ইক্ষ্বাকু। মনু দুর্জ্জয় ইক্ষ্বাকুকে অভিষেক করিয়া কহিলেন, তুমি প্রজাদিগের রাজা হও। ইক্ষ্বাকু, যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন মনু পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুত্রকে কহিলেন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি পরম উদারস্বভাব রাজা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিবে; কিন্তু বিনাপরাধে কাহারও দণ্ড করিও না। মনুষ্যমধ্যে অপরাধীর যে দণ্ড করা যায়, যদি সেই দণ্ড যথার্থ বিহিত হয়, তাহা হইলে, উহা রাজার স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। অতএব হে মহাবাহো পুত্র! তুমি দণ্ড বিষয়ে যত্নবান্ হইবে; তাহা হইলে তোমার পরম ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে।

এই প্রকারে ইক্ষ্বাকুকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া মনু হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। মনু স্বর্গারোহণ করিলে পর, অমিতদ্যুতি ইক্ষাকু ভাবিতে লাগিলেন, কি রূপে পুত্র উৎপাদন করিব। অনন্তর মনুনন্দন বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। বৎস রঘুনন্দন! ঐ এক শত পুত্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ মূঢ় ও মূর্খ হইল; জ্যেষ্ঠদি-

গকে মান্য করিল না। অতএব অবশ্যই তাহার দণ্ড হইবে, ইক্ষ্বাকু এই ভাবিয়া তাঁহার নাম দণ্ড রাখিলেন। তদনন্তর তিনি পুত্র দণ্ডের রাজত্বে উপযুক্ত ভয়ানক স্থান অন্যত্র দেখিতে না পাইয়া বিন্ধ্য ও শৈবল শৈলের মধ্যে তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন। দণ্ড সেই মনোরম পর্ব্বতপ্রান্তে রাজা হইলেন ও তথায় এক অনুপম নগর নির্ম্মাণ করিয়া উহার নাম মধুমন্ত রাখিলেন; এবং দৃঢ়ব্রত শুক্রাচার্য্যকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। এই রূপে রাজ্য স্থাপন করিয়া সপুরোহিত রাজা দণ্ড স্বর্গে দেবরাজের ন্যায়, হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ ঐ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

কুম্ভযোনি মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া এই সম্বন্ধে পুনর্ব্বার কহিলেন, কাকুৎস্থ! রাজা দণ্ড ইন্দ্রিয়সংযমন পূর্ব্বক এই রূপে বহু বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিলেন। অনন্তর রাজা একদা মনোরম চৈত্রমাসে এক দিন শুক্রাচার্য্যের মনোরম আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ সময় শুক্রাচার্য্যের অনুপমরূপবতী কন্যা আশ্রমের বনভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন। রাজা দণ্ড ঐ কন্যারত্ন দেখিতে পাইলেন। দুর্ব্বুদ্ধি দণ্ড কন্যাকে দর্শন করিয়াই অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন; এবং আকুল চিত্তে সমীপবর্ত্তী হইয়াই কহিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! হে সুন্দরি! তুমি কাহার কন্যা? হে চারুবদনে! আমি অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইতেছি, এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মোহোন্মত্ত কামাত্মা দণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক্রকন্যা অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা; আমার নাম অরজা; আমি

আশ্রমে বাস করিতেছি। রাজন! তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি কুমারী; অতএব পিতার বশবর্ত্তিনী। রাজেন্দ্র! পিতা আমার গুরু; তুমিও সেই মহাত্মারই শিষ্য। অপরাধ করিলে সেই মহাতপা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমাকে দগ্ধ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার আমাকে উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি ধর্ম্মবিহিত সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর। অন্যথা, তোমাকে নিদারুণ ফলভোগ করিতে হইবে। আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোকও দগ্ধ করিতে পারেন। হে সুন্দরমূর্ত্তে! তুমি প্রার্থনা করিলে আমার পিতা আমাকে তোমায় দান করিবেন।

অরজা এই কথা কহিলে, কামবশীভূত মদোন্মত্ত রাজা দণ্ড মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া উত্তর করিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, কাল বিলম্ব করিও না। হে চারুবদনে! তোমার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, আমি বধদণ্ড এবং দারুণ মহাপাতকও স্বীকার করিতে পারি। সুন্দরি! তুমি আমাকে ভজনা কর; আমি তোমাকে ভজনা করিতেছি; এবং নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। এই কথা কহিয়া রাজা দণ্ড বল পূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া যথাভিলষিত রূপে কুমারী অরজাকে সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই নিদারুণ দুষ্কার্য্য করিয়া দণ্ড সত্বর মধুমন্ত নগরে প্রস্থান করিলেন। অরজা আশ্রমের সন্নিকটে বন মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক ক্রন্দন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে দেবসঙ্কাশ জনকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

—

চতুর্নবতিতম সর্গ।

অনন্তর ঐ ক্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া, দেবর্ষি শুক্রাচার্য্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং দেখিলেন, অরজা অতীব কাতর হইয়াছেন; এবং ধূলায় মুক্ষিত হইয়া, প্রত্যুষ সময়ে গ্রহগ্রস্তা জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। ঋষি একে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার কন্যার তাদৃশ দশা দর্শনকরত অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া, যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে শিষ্যদিগকে কহিলেন, তোমরা দেখিবে আজ আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় ঘোর বিপত্তি বিপরীতাচারী অজ্ঞান দণ্ডের উপর নিপতিত হইবে। এই দুরাত্মা প্রদীপ্ত হুতাশনের শিখায় হস্তার্পণ করিয়াছে; অতএব ইহার বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি যখন ঈদৃশ দারুণ দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই ইহার ফলভোগ করিবে। দুর্ম্মতি পাপাচারী রাজা দণ্ড পুত্র, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত সপ্তরাত্রের মধ্যে বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র সুমহৎ অঙ্গারবর্ষণ করিয়া এই দুর্ব্বুদ্ধি রাজার রাজ্যের চতুর্দ্দিকে শতযোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন। এস্থানে চরাচরাদি যে কোন প্রাণী আছে, সমস্তই সুমহৎ অঙ্গারবর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। যতদূর পর্য্যন্ত দণ্ডের রাজত্ব, ততদূর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী, প্রলয় কালের ন্যায় অঙ্গার বর্ষণ দ্বারা, সপ্তরাত্রি মধ্যে বিলুপ্ত হইবে।

ক্রোধসংরক্ত লোচনে এই কথা কহিয়া উশনা নিজ আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, তোমরা এই রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া অবস্থিতি কর। উশনার বাক্য শ্রবণ করিয়া, আশ্রমবাসী ব্যক্তিবর্গ সেই আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া বাস করিলেন।

আশ্রমবাসী মুনিদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া, মহর্ষি! অরজাকে কহিলেন, তুমি যখন দণ্ডকৃত অবমাননা স্বচ্ছন্দে সহ্য

করিয়াছ, তখন এই আশ্রমে থাকিয়াই সংযতচিত্তে নিয়মাচরণ কর। অরজে! এই সরোবরের এক যোজন পর্য্যন্ত সুন্দর থাকিবে। তুমি নিশ্চিন্তে এই সরোবরের তীরে বাস করিয়া সময় প্রতীক্ষা কর। এই সপ্ত রাত্রির মধ্যেও যে কোন প্রাণী তোমার নিকট আসিয়া বাসস্থান গ্রহণ করিবে, সেও অঙ্গার-বর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে না। ভৃগুনন্দন ব্রহ্মর্ষি পিতা শুক্রা-চার্য্যের এই কথা শ্রবণ করত, কন্যা অরজা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া, শুক্রাচার্য্য অন্যস্থানে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। ও দিকে সেই ব্রহ্মর্ষির বাক্যানুসারে, রাজা দণ্ডের সমগ্র রাজ্য ভৃত্য, বল ও বাহনগণের সহিত সপ্তরাত্র মধ্যে ভস্মসাৎ হইল!

রাম! সত্যযুগে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী, দণ্ডের রাজ্য ধর্ম্মলঙ্ঘন নিবন্ধন সেই ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক এই রূপে অভি-শপ্ত হইয়া অরণ্য হইয়াছিল। সেই অবধি ইহার নাম দণ্ডকা-রণ্য হইয়াছে।। আর ঐ অরণ্যে তপস্বিজনেরা বাস করি-তেন বলিয়া ইহার আর এক নাম জনস্থান হইয়াছে। রাঘব! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে এই সমস্তই বলিলাম। বীর! এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতীত হইতেছে। নরব্যাঘ্র! ঐ দেখ, চারিদিকে মহর্ষিগণ স্নানাদিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক পূর্ণ কুম্ভ হস্তে আদিত্যের উপা-সনা করিতেছেন। ভগবান্ আদিত্য বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণের পঠিত বেদমন্ত্রাভ্যাসরূপ পূজা গ্রহণ করিয়া অস্তাচলাব-লম্বী হইতেছেন। অতএব রাম! যাও, তুমিও সন্ধ্যাবন্দনাদি কর।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সন্ধ্যাবন্দনা করিবার নিমিত্ত অপ্সরোগণনিষেবিত সরোবরে গমন করিলেন, এবং আচমন পূর্ব্বক সায়াহ্ন সন্ধ্যা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার মহাত্মা কুম্ভযোনির আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে বহুগুণসম্পন্ন কন্দ, মূল ও ঔষধি, এবং পবিত্র শালী অন্ন প্রভৃতি আহার করিতে প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই অমৃতোপম অন্ন ভোজন করত, পরম পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া ঐ রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহ্নিকক্রিয়া সমাপন করিয়া শত্রুদমন রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ঋষির নিকট গমন করিলেন; এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! হে মহর্ষে! আমি নিজ আশ্রমে গমন করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অনুমতি করুন। মহাত্মন! আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও পরম অনুগৃহীত হইয়াছি। নিজ দেহ পবিত্র করিবার জন্য, আমি পুনর্ব্বার আগমন করিব।

যোগদর্শী তপোধন অগস্ত্য রামের এই অদ্ভুত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম প্রীত চিত্তে কহিলেন, রাম! তোমার এই সুন্দরপদগ্রথিত বাক্য অতীব অদ্ভুত। রঘুনন্দন! তুমিই সর্ব্ব প্রাণীকে পবিত্র করিয়া থাক। রাম! যদি কেহ মুহূর্ত্তমাত্র তোমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে, সে পবিত্র ও দেবতা স্বরূপ হয়; প্রধান প্রধান দেবগণও তখন তাহার পূজা করেন। আর পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি তোমাকে ক্রূর চক্ষে দর্শন করে, তাহারা অবিলম্বেই মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যমদণ্ডানুসারে নরকগামী হইয়া থাকে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমিই সর্ব্ব দেহীর পাবনকর্ত্তা; ইহার পর লোকে তোমার গুণগান করিয়া, সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

কাকুৎস্থ! এক্ষণে তুমি যথাসুখে অকুতোভয়ে গমন কর; এবং ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে থাক। রাম! তুমিই জগতের গতি।

প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র সত্যশীল মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন, এবং মহর্ষিদিগকেও প্রণাম করিয়া সুস্থিরচিত্তে সুবর্ণভূষিত বিমানে আরোহণ করিলেন। যাত্রাকালে, অমরেরা যেমন দেবগণের উপাসনা করেন, ঋষিগণ তেমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে রামচন্দ্রের পূজা করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বিমানারোহণে আকাশে উৎথিত হইয়া, বর্ষাপগমে মেঘসন্নিহিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর পথিমধ্যে নানা স্থানে পূজা প্রাপ্তি পূর্ব্বক তিনি দুই প্রহর সময়ে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া, মধ্যম কক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন, এবং সুরুচির কামগামী পুষ্পকে বিদায় করিয়া কহিলেন, যাও, তোমার মঙ্গল হউক। পশ্চাৎ তিনি দ্বারবানকে কহিলেন, তুমি সত্বর যাইয়া, আমার আগমন বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক লক্ষণ ও ভরতকে এই স্থানে আহ্বান কর। সত্বর যাও, বিলম্ব করিও না।

সপ্তবতিতম সর্গ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বারী কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিল। ভরত ও লক্ষ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিয়া রামচন্দ্র আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি অনুত্তম দ্বিজকার্য্য যথাযথ রূপে সম্পাদন করিয়াছি। এক্ষণে আমি ধর্ম্মের মর্য্যাদাভূত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। রাজসূয় অক্ষয় ও অব্যয়; ইহার নাম করিলেও পাপনাশ হয়। অতএব আমি স্বস্বরূপ তোমাদিগের সমভিব্যাহারে অনুত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে শাশ্বত ধর্ম্ম

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে শত্রুতাপন! মিত্র রাজসূয় সম্পন্ন করিয়া বরুণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ সোমও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ত্রিলোকে চিরন্তন কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। অতএব, যাহা ভাল হয়, তদ্বিষয়ে তোমরা অদ্যই আমাদিগের সহিত পরামর্শ কর। যাহা ইষ্ট ও পরিণামে মঙ্গলসাধক, তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বল।

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাব্যনিপুণ ভরত কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, সাধো! পরম ধর্ম্ম আপনাতে প্রতিষ্ঠিত; মহাবাহো মেদিনীমণ্ডল এবং কীর্ত্তি আপনাতে অবস্থিতি করিতেছে। হে অতুলবিক্রম! দেবগণ যেমন প্রজাপতিকে, পৃথিবীস্থ যাবদীয় মহীপাল তেমনি আপনাকে মান্য করিয়া থাকেন। আপনি লোকপাল ও মহাত্মা, আমাদিগের ন্যায়, রাজারাও সকলেই আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী। রাজন্! জগৎ আপনাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। হে মহাবল! আপনি প্রাণিগণের ও জগতের গতি। অতএব রাজন! আপনি আর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? এই যজ্ঞে পৃথিবীর রাজবংশের নাশ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যে যে রাজার বীর্য্যাভিমান আছে, এই যজ্ঞ উপলক্ষে মহাক্রোধ নিবন্ধন তাঁহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিতে হইবে। হে পুরুষ শার্দ্দূল! পৃথিবী নাশ করা আপনার উচিত হয় না, কারণ সকলেই আপনার বশবর্ত্তী।

ভরতের এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করিলেন, এবং কৈকেয়ীর আনন্দ বর্দ্ধন ভরতকে শুভ বাক্যে বলিলেন, অনঘ! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। হে পুরুষব্যাঘ্র! পৃথিবীরক্ষা সম্বন্ধে তুমি অকুণ্ঠিত ভাবে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যই বলিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার এই সদ্বাক্যানুসারে আমি সংকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যাহাতে লোকের ক্লেশ হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি

কখনই সে কর্ম্ম করিবেন না। হে লক্ষ্মণাগ্রজ। যুক্তিসঙ্গত হইলে, বালকের বাক্যও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অতএব, মহাবল! আমি তোমার এই যুক্তিযুক্ত সাধুবাক্য গ্রাহ্য করিলাম।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

ভরত এবং রামচন্দ্র এই কথা কহিলে পর লক্ষ্মণ শুভ বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! অশ্বমেধ, যজ্ঞের মধ্যে প্রধান যজ্ঞ। ইহা সর্ব্ব পাপ দূর করিয়া থাকে। অতএব আমার ইচ্ছা আপনার এই পবিত্রতাসাধক যজ্ঞের প্রতি অভিরুচি হয়। পুরাণে শ্রবণ করা যায়, পুরন্দর ব্রহ্মহত্যা পাতকে আক্রান্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করত পবিত্র হইয়াছেন। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে যখন দেবাসুরে সংগ্রাম হইয়াছিল, তৎকালে বৃত্রনামে এক মহামানা অসুর ছিল। তাহার দেহ বিস্তারে শত যোজন ও ঊর্দ্ধে তিন শত যোজন ছিল। সে নিজের অধীনস্থ ভাবিয়া সর্ব্ব প্রাণীকেই সস্নেহ নয়নে দর্শন করিত। সে ধর্ম্মজ্ঞ, ও কৃতজ্ঞ ছিল; বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যই করিত না, অতি সাবধানে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিত। তাহার অধিকার কালে পৃথিবী সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য প্রসব করিতেন; পুষ্প, মূল ও ফল সকল সুগন্ধি ও সুমিষ্ট ছিল। পৃথিবী কর্ষণ ব্যতীত শস্যোৎপাদন করিতেন। এই রূপে সে সুসমৃদ্ধ অদ্ভুতদর্শন রাজ্য পালন করিত। অনন্তর তাহার মন হইল আমি সুদুশ্চর তপস্যা করিব; তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; অন্যান্য সুখ মোহ মাত্র। এইরূপ স্থির করিয়া বৃত্র পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া সর্ব্ব দেবতার ত্রাসোৎপাদন পূর্ব্বক তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল। বৃত্র তপস্যা আরম্ভ করিল, দেখিয়া বাসব অতীব ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! বৃত্র তপস্যা আরম্ভ

করিয়া সর্ব্ব লোক জয় করিল। সে পরম ধার্ম্মিক; আমি তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না। ভগবন্! ইহার পরও যদি সে তপস্যা করে, তাহা হইলে যত কাল সৃষ্টি থাকিবে, ততকাল আমাদিগকে তাহার বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব হে মহাবল! আর আপনি এই মহাবীর্য্য অসুরকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? হে সুরেশ্বর! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র ক্ষণ মাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না। বিষ্ণো! সে যে অবধি আপনার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, সেই অবধিই সে ত্রিলোকের নাথ হইয়াছে। অতএব, আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হউন; আপনি ভিন্ন আর কেহই জগৎ শান্ত ও আর্ত্তিশূন্য করিতে সমর্থ হইবে না। বিষ্ণো! এই সমস্ত দেবতাগণ সকলেই আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন; আপনি বৃত্রকে বধ করিয়া ইহাঁদিগের সহায়তা করুন। আপনি প্রতিনিয়ত এই সকল মহাত্মগণের সহায়তা করিয়াছেন। উপস্থিত কার্য্য অন্যের অসাধ্য। আপনি অগতিদিগের গতি হউন।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

শত্রুসংহারক রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুব্রত! তুমি বৃত্রবধবৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন কর।

রাঘবের এই কথা শুনিয়া সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার দিব্য কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, আমি পূর্ব্ব হইতে মহাত্মা বৃত্রের প্রতি প্রীতিমান হইয়াছি। সেই জন্য আমি বৃত্রকে সংহার করিয়া তোমাদিগের হিত সাধন করিতেছি না। অথচ তোমাদিগেরও সর্ব্বাঙ্গীন সুখ বিধান করিতে হইবে। অতএব পুরন্দর আমি তোমাকেই বৃত্রের বধোপায় বলিয়া দিতেছি। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনি আপ-

নাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব। তাহা হইলেই সহস্রলোচন বৃত্রবধ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ঐ তিন অংশের এক অংশ ইন্দ্রে ও অপর অংশ বজ্রে প্রবেশ করিবে; অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীতে সংক্রামিত হইবে; তাহা হইলেই ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন।

সুরেশ্বর বিষ্ণু এই কথা কহিলে, দেবগণ কহিলেন, হে দৈত্যারি! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। আপনার জয় হউক; আমরা বৃত্রাসুর-বধার্থ গমন করিলাম। হে পরমোদার! আপনি স্বীয় তেজাংশ দ্বারা বাসবে প্রবেশ করুন।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি মহাবল দেববৃন্দ, মহাসুর বৃত্র যে অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই অরণ্যে গমন করিলেন। দেখিলেন, সেই অসুর তেজোময় হইয়া কিরণজাল বিকিরণ করিতেছে; যেন ত্রিলোক পান করিতেছে; যেন দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতেছে। তাদৃশ অসুরশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়াই দেবতারা ভীত হইলেন; এবং ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া ইহাকে বধ করিব; কি করিলে আমাদিগকে পরাজিত হইতে না হইবে। তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সহস্রলোচন পুরন্দর করে বজ্র গ্রহণ করিয়া বৃত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কালাগ্নির ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত মহাকিরণসম্পন্ন বজ্র বৃত্রের মস্তকে পতিত হইলে জগৎ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র, তপস্যাপ্রবৃত্ত বৃত্রের বধ অনুচিত ভাবিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে লোকালোকের অপরপারে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার স্থানে পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মহত্যাও মহাবেগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত ও তাঁহার দেহে পতিত হইল; তাহাতে তিনি পরমক্লেশভাগী হইলেন।

এদিকে, শত্রুনাশ হইল, কিন্তু ইন্দ্র পলায়ন করিলেন, দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ বারম্বার ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বর! আপনিই ত্রিলোকের গতি। আপনি

আত্মজন্মা ও জগতের পিতা; সর্ব্ব ভূতের রক্ষার নিমিত্ত আপনি বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি এই বৃত্রকে সংহার করিলেন বটে; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে কাতর করিয়াছে; অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহাতে তাঁহার নিস্তার হয়, করুন।

দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, শক্র আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করুন; তাহা হইলেই আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। পাকশাসন পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই, পুনর্ব্বার ভয়শূন্য হইয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

দেবতাদিগকে এই অমৃততুল্য বাক্য বলিয়া দেবদেব বিষ্ণু স্বধামে গমন করিলেন; দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

নবনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ বৃত্রবধ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া কথা শেষ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, দেবগণের ভয়ঙ্কর মহাবীর্য্য বৃত্র নিহত হইলে পর, বৃত্রহন্তা পুরন্দর ব্রহ্মহত্যা পাপে আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান ও বিহ্বল হইলেন। হতজ্ঞান ও বিহ্বল ভাবে তিনি লোকালোক পর্ব্বতের অপর পারে গমন করিয়া রুদ্ধ সর্পের ন্যায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন।

এদিকে ইন্দ্রের পলায়ন নিবন্ধন জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শুষ্ক কাননে বেষ্টিত ও জলশূন্য হইয়া পৃথিবীর আর শোভা রহিল না। যাবতীয় নদ ও নদী শুষ্ক হইয়া উঠিল; এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সমস্ত প্রাণী ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই রূপে লোকক্ষয় উপস্থিত হইলে, দেবগণ বিষ্ণুর পূর্ব্বকৃত আদেশ অনুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। ঋষিগণ ও ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে তাঁহারা ভয়বিমোহিত পুরন্দরের নিকট উপ-

স্থিত হইয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক আক্রান্ত দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রধান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মহত্যাপাপবিমোচনার্থ মহাত্মা পুরন্দরের অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর ব্রহ্মহত্যা মহাত্মা সুরগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, আপনারা কোথায় আমার স্থান নির্দেশ করিলেন? তখন দেবগণ প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে দুরাসদে! তুমি আপনি আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত কর। মহাত্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা তাহাই করিল, এবং দেবরাজ ভিন্ন অন্যত্র বাসস্থান প্রার্থনা করিল। কহিল, আমি একাংশ দ্বারা ইচ্ছানুসারে বর্ষার চারিমাস পূর্ণস্রোতা নদী সকলে বাস করিয়া লোকের অবগাহন সুখের ব্যাঘাত করিব। আর এক অংশে উষর রূপে নিয়ত পৃথিবীতে বাস করিব, সন্দেহ নাই; আমি আপনাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি। আমার যে তৃতীয় অংশ, তাহা [illegible] যৌবন দর্পে দর্পিতা যুবতী স্ত্রীগণে ত্রিরাত্র [illegible] পুরুষের ভোগসুখ নিবারণ করিব। আর যাহারা [illegible] ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিবে, আমি চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাহাদিগকে আশ্রয় করিব।

অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে উত্তর করিলেন, হে দুর্ব্বসে! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হউক। তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর।

তদনন্তর দেবগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া দেবরাজকে বন্দনা করিলেন। পাপমুক্ত হইয়া বাসব সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইলেন। বাসব প্রকৃতিস্থ হইলে, সর্ব্ব জগৎ সুস্থ হইল। তখন শক্র সেই অদ্ভুতস্বরূপ যজ্ঞের পূজা করিলেন।

হে রঘুনন্দন! অশ্বমেধ যজ্ঞের ঈদৃশ মহাফল। রাজন্! আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

ইন্দ্র সমান বিক্রমশালী ও তেজস্বী মহাত্মা রাজা রামচন্দ্র

লক্ষ্মণের এই প্রকার উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হইলেন।

শততম সর্গ।

লক্ষ্মণোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিৎশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী রঘুনন্দন রামচন্দ্র উচ্চৈহাস্য করত উত্তর করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি বিস্তার পূর্ব্বক যেরূপ বৃত্রবধবৃত্তান্ত ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলের মাহাত্ম্য উল্লেখ করিলে, তাহা সেইরূপই বটে। সৌম্য! শুনিয়াছি পুরাকালে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শ্রীমান্ ইল বাহ্লীক দেশের রাজা ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। হে নরশার্দ্দূল! মহাযশা রাজা ইল সমগ্র মেদিনীমণ্ডল আয়ত্ত করিয়া রাজ্যকে পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিতেন। সৌম্য রঘুনন্দন! পরমোদার দেবগণ, মহাধনশালী দৈত্যগণ, নাগগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ও সুমহাবল যক্ষগণ সকলেই ভীত হইয়া নিত্য তাঁহার পূজা করিত। মহাত্মা ইল ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক শঙ্কিত হইত; হইলেও মহাযশা বাহ্লীকরাজ কখনও ধর্ম্ম হইতে বিচালিত হইতেন না; কার্য্যেও তাচ্ছিল্য করিতেন না। উঁহার বুদ্ধি অতীব ... সর্ব্ব কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

একদা মনোরম চৈত্রমাসে মহাবাহু ইল অনুযাত্রিকগণসমভিব্যাহারে এক মনোরম কানন মধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিয়া, শতসহস্র মৃগ বিনাশ করিতে লাগিলেন। মৃগ বিনাশ করিয়া মহাত্মা নৃপতির আর তৃপ্তি হইল না। মহাবল নরপতি নানা প্রকারে অযুত পশু বিনাশ করিলেন।

এই রূপে মৃগয়া করিতে করিতে রাজা ইল, কার্ত্তিকেয় যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সুদুর্দ্ধর্ষ দেবদেব ত্রিলোচন অনুচরগণ সমভিব্যাহারে দেবী শৈলরাজনন্দিনীর সহিত ঐ স্থানে ক্রীড়া করিতে-

ছিলেন। বৃষভধ্বজ উমাপতি উমাদেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ঐ পর্ব্বতনির্ঝরে বিহার করিতেছিলেন। ঐ বনপ্রদেশের যে কোন স্থানে যে কোন পুংলিঙ্গবাচ্য প্রাণী এবং পুংলিঙ্গ বাচ্য বৃক্ষ ছিল, সমস্তই স্ত্রী হইয়াছিল। ফলত তথায় যে কোন পদার্থ ছিল সমস্তই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দবাচ্য হইয়াছিল।

এই সময়ে কর্দ্দমনন্দন রাজা ইল, মৃগ বিনাশ করিতে করিতে ঐ প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তথায় সমস্ত মৃগপক্ষীই স্ত্রী। দেখিতে দেখিতে রাজা সমস্ত বল বাহন সহিত আপনাকেও স্ত্রীভূত দর্শন করিলেন। আপনাকে তাদৃশ দর্শন করত মহীপতি ইল অতীব দুঃখিত হইলেন; এবং দেবদেব উমাপতির প্রভাবে ঐ রূপ ঘটিয়াছে জানিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর রাজা ভৃত্য ও বলবাহন সমভিব্যাহারে মহাত্মা কপর্দ্দী নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। তখন বরদ মহেশ্বর দেবীসমভিব্যাহারে হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কর্দ্দমনন্দন নরপতে! গাত্রোত্থান কর; গাত্রোত্থান কর। হে মহাবল! হে সৌম্য! হে সুব্রত! তুমি পুরুষত্ব ব্যতিরেকে অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর। মহাত্মা মহাদেব প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না দেখিয়া, স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত রাজা ইল অতীব দুঃখিত হইলেন; তিনি মহাদেবের নিকট তদ্ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা করিলেন না।

তদনন্তর রাজা গুরুতর শোকভারে আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে দেবী শৈলসুতাকে প্রণাম করত কহিলেন, দেবী! আপনি বরের অধীশ্বরী, অতএব আপনিই লোকের বরদাত্রী। আপনার দর্শন নিষ্ফল হয় না! অতএব দেবি! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

তখন সেই রাজর্ষির হৃদগত ভাব অবগত হইয়া দেবী হরপ্রিয়া হরের সমক্ষে, তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমাদিগের স্ত্রী

পুরুষের উভয়ের নিকট যে বর প্রার্থনা কর, তাহার অর্দ্ধেক মহাদেব প্রদান করিবেন, আর অর্দ্ধেক আমি দান করিব। অতএব তুমি আমার নিকট সেই মত অর্দ্ধ বর প্রার্থনা কর।

দেবীর এই অদ্‌ভুত অনুত্তম বর দানের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা অতীব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দান করুন, যেন আমি এক মাস, ত্রিলোকের অনুপম রূপবতী নারী, আর এক মাস পুরুষ হই।

তখন রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরুচিরাননা দেবী পার্ব্বতী সানুগ্রহবচনে কহিলেন, রাজন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। নৃপতে! তুমি যখন পুরুষ হইবে, তখন তোমার স্ত্রীরূপের কোন কথাই স্মরণ থাকিবে না। আবার যখন স্ত্রী হইবে তখন পুরুষ রূপ তোমার মনেও পড়িবে না।

লক্ষ্মণ! এতদনুসারে রাজা ইল এক মাস পুরুষ থাকিতেন। পরে এক মাস ইলা নামে ত্রিলোকসুন্দরী রমণী হইতেন।

একাধিকশততম সর্গ।

রামের মুখে ইলরাজা সংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ এবং ভরত পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে সেই মহাত্মা রাজা ইলের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, রাজা ইল স্ত্রী হইয়া কিরূপে সেই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেন? আবার পুরুষ হইয়াই বা কিরূপ আচরণ করিতেন?

তাঁহাদিগের সেই কৌতূহলসংকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র, যেরূপ শুনিয়াছিলেন, সেইরূপে সমুদায় বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ঐ মাসে প্রথমতঃ ত্রিলোক

সুন্দরী পদ্মপত্রলোচনা কামিনী হইয়া রাজা ইল তাঁহার স্ত্রীভূত-পূর্ব্বসহচরদিগের সহিত লতাগুল্মভূয়িষ্ঠ ঐ কানন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত বাহনদিগকে ইতস্ততঃ পরিত্যাগ করিয়া ইলা সেই পর্ব্বতের মধ্যপ্রদেশে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে ইলা সেই পর্ব্বতের অবিদূরে কাননমধ্যে বিবিধপক্ষিসমাকীর্ণ এক সুন্দরদর্শন সরোবরে সাক্ষাৎ পূর্ণচন্দ্রমূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জকলেবর চন্দ্রতনয় বুধকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎকালে সর্ব্বভূতের প্রতি কৃপালু হইয়া ঐ সরোবরের সলিল মধ্যে সুদুশ্চর যশস্কর ও ইষ্টসাধক তপস্যা করিতেছিলেন। রঘুনন্দন! তাঁহাকে দর্শন করিয়া ইলা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং স্ত্রীরূপে পরিণত পূর্ব্বসহচরদিগের সমভিব্যাহারে ঐ সরোবরের জল আলোড়ন করিলেন। বুধ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র কামবাণের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন; আত্মসংযমন করিতে সমর্থ হইলেন না; সলিল মধ্যে থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ত্রিলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী ইলাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার চিত্ত ইলাতেই নিপতিত হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি দেবকামিনী অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী। দেবকন্যা, নাগকন্যা, অসুরকন্যা, কি অপ্সরাদিগের মধ্যেও আমি এরূপ সুন্দরী কখনও দর্শন করি নাই। যদি ইনি অন্যের পত্নী না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার উপযুক্ত পত্নীই বটেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া বুধ জলমধ্য হইতে তীরে উত্থিত হইলেন; এবং আশ্রমে গমন করিয়া ঐ সকল সুন্দরীকে আহ্বান করিলেন; তাহারা সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রিলোকসুন্দরী কাহার কন্যা এবং কিনিমিত্ত বনে আগমন করিয়াছেন? তোমরা আমাকে সত্বর বল, বিলম্ব করিও না। তাঁহার সেই রুচিরাক্ষর-গ্রথিত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীগণ সকলেই মধুর বাক্যে

প্রত্যুত্তর করিল. এই চারুনিতম্বিনী আমাদিগের উপর চির-কাল প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন! ইঁহার পতি নাই। ইনি আমাদিগের সমভিব্যাহারে কাননে বিচরণ করিতেছেন।

স্ত্রীদিগের সেই স্পষ্টাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ আবর্ত্তনী নাম্নী বিদ্যা পর্য্যালোচনা করিলেন; এবং তদ্দ্বারা ইল রাজার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই শৈলে অবস্থিতি করিবে; অত-এব এই শৈলে সত্বর স্ব স্ব আবাসস্থান নির্ম্মাণ কর। আমি তোমাদিগকে নিয়ত মূল পত্র ও ফলাহার প্রদান করিব। স্ত্রীগণ! তোমরা কিম্পুরুষ নামে স্বামীও লাভ করিবে।

বুধের বাক্যানুসারে ঐ সমস্ত নারী কিম্পুরুষী হইল; এবং ঐ পর্ব্বতে বসতি করিল। এই রূপে বহুতর কিম্পুরুষ বধূর উৎপত্তি হইল।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

কিম্পুরুষোৎপত্তি শ্রবণ করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ উভয়েই রাম-চন্দ্রকে কহিলেন, আশ্চর্য্য কথা! অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মহাযশা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার প্রজাপতিনন্দন ইলের বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, কিন্নরীগণ সকলেই অপসৃত হইল, দেখিয়া ঋষিসত্তম বুধ হাস্য পূর্ব্বক রূপবতী ইলাকে কহিলেন, সুচারু-বদনে! আমি চন্দ্রের প্রিয়তম পুত্র; সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাসংযুক্ত সস্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

জনমানবশূন্য স্বজনবিরহিত স্থানে পরম সুন্দরমূর্ত্তি মহাদ্যুতি বুধের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ইলা উত্তর কহিলেন, সৌম্য! আমি স্বাধীন; তোমাকে আত্মসমর্পণ করিলাম। সোম-নন্দন! তুমি আমাকে আদেশ এবং যাহা ইচ্ছা হয় কর। তাঁহার এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করত চন্দ্রসঙ্কাশ কামাত্মা চন্দ্র-

নন্দন তাহার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রুচিরাননা ইলার সহিত বিহার করিতে করিতে কামাত্মা বুধের পক্ষে সমগ্র মধুমাস এক ক্ষণের ন্যায় অতিবাহিত হইল।

এই রূপে মাস অতীত হইলে পর, ইলা পুনর্ব্বার পূর্ণচন্দ্রবদন প্রজাপতিনন্দন শ্রীমান্ ইল রাজা হইয়া নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন; এবং সরোবর মধ্যে তপশ্চারী ঊর্দ্ধবাহু লম্বিতশিরা সোমনন্দন বুধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি অনুচরবর্গের সহিত এই দুর্গম পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে সেই সৈন্য দেখিতে পাইতেছি না; আমার সেই অনুচরবর্গ কোথায় গমন করিল?

লুপ্তজ্ঞান রাজর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ উৎকৃষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করত উত্তর করিলেন, ঘোরতর করকাবর্ষণে তোমার অনুচরবর্গ সকলেই নিহত হইয়াছে; তুমি বাত ও বর্ষণ ভয়ে ভীত হইয়া এই আশ্রম মধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিলে। এক্ষণে তোমার আর কোন ভয় নাই; অতএব আশ্বস্ত হও; চিন্তা পরিত্যাগ কর। বীর! ফলমূলাহারী হইয়া এই স্থানেই যথাসুখে বাস কর। মহামতি রাজা ইল এই বাক্যে আশ্বাস লাভ করত অনুচরনিধনজন্য কাতর হইয়া সাধুবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আমার রাজত্ব পরিত্যাগ করিব। অনুচরবর্গবিহীন হইয়া আমি ক্ষণকালও রাজত্ব করিতে পারিব না; আপনি আমাকে এই বিষয়ে অনুমতি করুন। ব্রহ্মন! আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহাযশা শশবিন্দু রাজা হইবে; ভগবন! আমি দেশস্থিত ভৃত্যদারাদি পরিত্যাগ করিয়া এস্থানেও বাস করিতে পারিব না, অতএব হে মহাতেজস্বিন্! আপনি আমাকে কোনরূপ অপ্রিয় আদেশ করিবেন না।

রাজেন্দ্র ইলের এই পরম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই স্থানেই বাস কর। হে মহা-

বৎস কর্দ্দমনন্দন! দুঃখ করিও না। তুমি এই স্থানে এক বৎসর বাস করিলে পর আমি তোমার মঙ্গল করিব।

অক্লিষ্টকর্ম্মা বুধের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইল রাজার ঐ স্থানেই বাস করা মত হইল। ঐ স্থানে বাস করিয়া তিনি এক মাস স্ত্রী হইয়া দিবানিশ ইলের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন, আবার এক মাস পুরুষ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকিলেন।

অনন্তর নবম মাস উপস্থিত হইলে, চারুনিতম্বিনী ইলা বুধের ঔরসে পুরূরবা নামে মহাতেজস্বী পুত্র প্রসব এবং জাত-মাত্র ঐ বুধের সমান মহাবল পুত্রকে উহার পিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর বৎসরান্তে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ হইলে, বুধ বিবিধ ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা দ্বারা তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র পুরূরবার সেই অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করিলে পর, মহাযশা ভরত ও লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, নরশ্রেষ্ঠ! ইলা সংবৎসর কাল সোমপুত্রের সহবাস করিয়া পশ্চাৎ কি করিয়াছিলেন, বলুন।

তাঁহাদিগের সেই মাধুর্য্যসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়ারাম পুনর্ব্বার কর্দ্দমনন্দন ইলের কথা আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, শূর ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে পর তত্ত্বদর্শী বাক্যবিশারদ মহাযশা পরমবুদ্ধিমান বুধ পরমোদার সংবর্ত্ত, ভৃগুপুত্র চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন, মোদকর ও দুর্ব্বাসা, এই ধীরবুদ্ধি সুহৃদ্দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কর্দ্দমের পুত্র এই মহাবাহু ইলের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, আপনারা অবগত আছেন; এক্ষণে তৎপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

অনন্তর সেই সকল মহাত্মা তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, এই সময়ে মহাতেজা কর্দ্দম ঐ আশ্রমে আগমন করিলেন। পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্কার ও মহাতেজা ওঁকারও তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর পরস্পর সমাগমে আনন্দিত হইয়া তাঁহারা সকলে বাহ্লিপতির হিতসাধনার্থ পৃথক্ পৃথক্ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম পুত্রের সুমহৎ হিতসাধনের জন্য কহিলেন, দ্বিজগণ! রাজা ইলের যাহাতে মঙ্গল হইবে, আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এ বিষয়ে দেব বৃষভধ্বজ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এক অশ্বমেধ ভিন্নও সেই মহাত্মার প্রিয় যজ্ঞ আর নাই। অতএব আসুন, আমরা রাজার জন্য সুদুষ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি।

কর্দ্দমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রের আরাধনা জন্য অশ্ব-মেধ যজ্ঞ করাই সকলেরই মত হইল। অনন্তর সংবর্ত্তের শিষ্য পরপুরঞ্জয় রাজর্ষি মরুত্ত ঐ যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিলেন। তাহার পর বুধের আশ্রমসমীপে ঐ সুমহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল, তাহাতে মহাযশা রুদ্র পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে পর, উমাপতি তুষ্ট হইয়া পরমানন্দসহ-কারে ইলের সমক্ষেই দ্বিজগণকে কহিলেন, দ্বিজসত্তমগণ! আমি এই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তোমাদিগের ভক্তি দ্বারা পরম তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে বল, এই বাহ্লীকপতির কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

দেবদেব এই কথা কহিলে পর, ব্রাহ্মণগণ অতীব ভক্তি সহকারে তাঁহার অনুনয় বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজা ইল যেন পুরুষ হন। অনন্তর মহাতেজা মহাদেব প্রীত হইয়া ইলকে পুনর্ব্বার পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই রূপে অশ্বমেধ সমাপ্ত এবং মহাদেব অন্তর্হিত হইলে পর দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণগণ, যিনি যথা হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি তথায় প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহ্লীকদেশ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক মধ্যদেশে এক অনুত্তম যশস্কর নগর নির্ম্মাণ করাইয়া বসতি করিলেন। পরপুরঞ্জয় কুমার শশবিন্দু বাহ্লীকদেশের রাজা হইলেন। প্রজাপতিনন্দন মহাবল ইল নূতন নগরে বসতি করিয়া অবশেষে অনুত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র পুরূরবা ঐ নগর প্রাপ্ত হইলেন।

পুরুষর্ষভ লক্ষ্মণ! অশ্বমেধযজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব; রাজা ইল একবার স্ত্রী হইয়াও, ইহারই প্রভাবে পুনর্ব্বার অতিদুর্ল্লভ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

চতুরধিকশততম সর্গ।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র উভয় ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া, পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য কহিলেন, লক্ষ্মণ! অশ্বমেধপ্রয়োগসমর্থ দ্বিজপ্রবর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপকে আনয়ন করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক অতি সাবধানে লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব পরিত্যাগ করিব।

ত্বরিতবিক্রমশালী লক্ষ্মণ রাঘবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদিগের সকলকেই আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই রাম পাদ বন্দন করিলেন, তাঁহারাও সেই সুদুরাধর্ষ দেবসংকাশ রঘুনন্দনকে দর্শন করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠকে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে ধর্ম্মসঙ্গত প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বৃষভকেতনকে নমস্কার পূর্ব্বক সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। রামচন্দ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের অশ্বমেধসংপৃক্ত অনুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। এবং তাঁহারা ঐ কার্য্য করিতে স্বীকার আছেন, জানিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো! মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট সত্বর লোক

প্রেরণ কর; এবং বলিয়া দাও, তুমি তোমার অধীনস্থ মহাবল বানর ও ঋক্ষগণ সমভিব্যাহারে উৎসব উপভোগ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবে, তোমার মঙ্গল হউক। অতুলবিক্রম বিভীষণও যাহাতে বহুতর কামগামী রাক্ষসগণের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন, তাহা কর। আমার প্রিয়চিকীর্ষু মহাভাগ রাজগণও যজ্ঞদর্শনার্থ অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আগমন করুন। লক্ষ্মণ! দেশান্তরনিবাসী হিতৈষী ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকেও তুমি অশ্বমেধদর্শনার্থ সাবধানে নিমন্ত্রণ কর। মহাবাহো! তপোধন ঋষিদিগকে এবং দেশান্তরবাসী সদাচার ব্রাহ্মণদিগকেও আহ্বান কর। তালাবচর এবং নটনর্ত্তকদিগকেও নিমন্ত্রণ কর। গোমতীর তীরে নৈমিষবনে সুবিস্তৃত যজ্ঞক্ষেত্র নির্ম্মাণ করাও। মহাবাহো! ঐ প্রদেশই উৎকৃষ্ট ও পবিত্র। সর্ব্বত্রই বিবিধ শান্তিবিধান হউক। ধর্ম্মজ্ঞ! শত শত লোক নিমন্ত্রণ কর; সকলেই নৈমিষ কাননে মহাযজ্ঞ দর্শন করত হৃষ্ট, পুষ্ট ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। হে মহাবল! অভগ্নতণ্ডুলবাহক লক্ষ পশু, তিল, মুদ্গ, চণক, কুলথ, মাষ, লবণ ও তদুপযুক্ত তৈল, ঘৃত ও অঘৃষ্ট গন্ধদ্রব্য এবং শত কোটি রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া ভরত সর্ব্বাগ্রে গমন করুন। পথে বিপণি স্থাপনার্থ বণিকদল এবং নট, নর্ত্তক, পাচক ও যৌবনশালিনী বহুতর কামিনী ভরতের সমভিব্যাহারে যাত্রা করুক; এবং অগ্রে অগ্রে সৈন্য সকল গমন করুক। মহাযশা ভরত অতি সাবধানে বালক বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণাদি পৌরজন, ভৃত্যবর্গ ও কোষাধ্যক্ষগণ এবং আমার মাতৃবর্গ ও বধূবর্গ আর যজ্ঞদীক্ষিত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিকৃতি লইয়া অগ্রে গমন করুন।

রামচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে ভরত শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে গমন করিয়া অনুচরবর্গ সহিত মহাতেজস্বী পার্থিবগণের জন্য মহামূল্য আবাসস্থান এবং অন্ন, পান ও বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

সুগ্রীব সহিত মহাবল বানর ও বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তর রাক্ষস ও বহুস্ত্রীগণপরিবৃত্ত বিভীষণ উগ্র-তপস্বী মহাত্মা ঋষিদিগের পূজা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

ভরতাগ্রজ রাম যজ্ঞীয় উপকরণ সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া, সত্বর পাঠাইয়া দিয়া, যজ্ঞের উপযুক্ত লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণসার অশ্ব *মোচন করিলেন এবং ঋত্বিগ্‌গণের সহিত লক্ষ্মণকে সেই অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর মহাবাহু কাকুৎস্থ বিপুল সৈন্যসহ নৈমিষে গমন ও পরমাদ্ভুত যজ্ঞবাট দর্শন করিয়া অনুপম প্রহর্ষ লাভ করিলেন এবং কহিলেন, ইহা বাস্তবিকই শ্রীমান্ হইয়াছে। তাঁহার নৈমিষে অবস্থিতি সময়ে সকল রাজাই উপহার আহরণ করিলেন। রাম তাঁহাদের সকলেরই প্রতিপূজা করিলেন। রাজারা রাশি রাশি উপস্কর সহিত অন্ন, পান ও বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন। ভরত শত্রুঘ্নের সহিত রাজাদের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। সুগ্রীবের সহিত মহাত্মা বানরগণ প্রয়ত হইয়া, বিপ্রগণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। বিভীষণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত মিলিত ও পরম সমাহিত হইয়া, উগ্রতপা ঋষিগণের কিংকর হইলেন। মহাবল নরশ্রেষ্ঠ রাম সানুগ মহাত্মা রাজগণের বাসজন্য মহামূল্য পটভবনাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ এইরূপ সুবিহিত হইয়া, প্রবর্ত্তিত হইল। লক্ষ্মণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। রাজসিংহ রাম এবংবিধ বিধানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রামের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে, যাবৎ যাচকেরা সন্তুষ্ট না হয়, তাবৎ বিশ্বস্ত হইয়া, তাহাদের ইচ্ছানুসারে দান কর, এই প্রকার শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই সমুত্থিত হইল না। বাস্তবিকও মহাত্মা রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে যাচকগণের সন্তোষ

পূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে গুড়নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য ও খাদ্য সকল প্রদান করা হইল। ফলতঃ, অর্থিদিগের ওষ্ঠপুট হইতে বাক্যনিঃসরণ না হইতেই, রাক্ষস ও বানরেরা তাহাদিগকে দান করিতে লাগিল, দেখিতে পাওয়া গেল। রামের সেই হৃষ্ট পুষ্ট জন সংরক্ত যজ্ঞে কেহই মলিন, বা কৃশ রহিল না। তথায় যে সকল চিরজীবী মহাত্মা মুনি সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে পড়িল না যে, তাদৃশ রাশি রাশি দান পূর্ণ যজ্ঞ কোথাও হইয়াছে কি, না। সেই যজ্ঞে সুবর্ণার্থী সুবর্ণ, বিত্তার্থী বিত্ত ও রত্নার্থী রত্ন লাভ করিল। এই রূপে সকলের সমক্ষে অনবরত রাশি রাশি হিরণ্য, স্বর্ণ, রত্ন ও বস্ত্র প্রদত্ত হইতে লাগিল। তপোধনগণ বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও ইন্দ্রের বা চন্দ্রের, অথবা যমের, কিংবা বরুণেরও ঈদৃশ যজ্ঞ দর্শন করেন নাই। রাক্ষস ও বানরগণ সর্ব্বত্রই অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ণ হস্তে অকাম ব্যক্তিদিগকেও রাশি রাশি ধন ও বস্ত্র দান আরম্ভ করিল।

রাজসিংহ রামের ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত যজ্ঞ, সংবৎসর অতীত হইলেও, বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস পাইল না।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

তাদৃশ পরম অদ্ভুত যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ভগবান্ বাল্মীকি মুনি সশিষ্যে আগমন করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী ঋষি-সমূহ দিব্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ দর্শন করিয়া, একান্তে পরম-রমণীয় উটজ সকল নির্ম্মাণ এবং অবিদূরে বাল্মীকির সুরুচির বাটমধ্যে ফলমূলপূর্ণ বহুসংখ্য শোভন শকট সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর বাল্মীকি শিষ্য লব কুশকে কহিলেন, তোমরা উভয়ে ঋষিগণের পরমপবিত্র আলয়ে, ব্রাহ্মণগণের আবসথে, রথ্যা ও রাজপথে, রাজাদের গৃহে রামভবনের দ্বারদেশে, যজ্ঞস্থলে এবং

ঋত্বিগ্‌গণের সম্মুখে সমাগত হইয়া, সবিশেষ সাবধানে হৃষ্টচিত্তে ও পরমাহ্লাদসহকারে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর। আমাদের বটসমীপস্থ পর্ব্বতাগ্রে এই যে বিবিধ সাধুফল সমুৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমস্ত আস্বাদন করিয়া, তোমরা রামায়ণ গান কর। ঐ সকল সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিলে, তোমরা কখনও শ্রান্ত ও রাগভ্রষ্ট হইবে না। মহীপতি রাম শ্রবণার্থ যদি তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে. তোমরা তথায় উপবিষ্ট ঋষিগণের সমক্ষে যথাযোগে গান করিবে। পূর্ব্বে আমি বহুসংখ্য শ্লোক সহকারে রামায়ণ মধ্যে যে সকল সর্গ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তোমরা তন্মধ্যে বিংশতি সর্গ দিবাভাগে মধুর বাক্যে গান করিবে। ধনকামনায় স্বল্পমাত্র লোভ করিও না। সর্ব্বদা-ফলমূলাশী আশ্রমবাসীগণের ধনে প্রয়োজন কি? রাম যদি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র। তাহা হইলে, তাঁহাকে এই-মাত্র বলিবে, আমরা দুই জনে বাল্মীকির শিষ্য। বৎস কুশী-লব! বিগতজ্বর হইয়া, এই কলস্বনা বীণা যোগে অপূর্ব্বদর্শন স্থানমূর্চ্ছনাসহকারে সুমধুর গান করিবে। রাজাকে অবজ্ঞা না করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক সংক্ষেপে আরম্ভ করিয়া, গানে প্রবৃত্ত হইবে। যেহেতু, রাজা ধর্ম্মতঃ সর্ব্বভূতের পিতা। অতএব উভয়ে সমাহিত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে আগামী কল্য প্রভাতে তন্ত্রীলয়-সহকারে সুস্বরে গান করিবে। প্রচেতার পুত্র মহামুনি পরমো-দার বাল্মীকি এইরূপ বহুরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, তূষ্ণীম্ভাব অব-লম্বন করিলেন। শত্রুদমন জানকীনন্দন লবকুশ মুনি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তাহাই করিব, বলিয়া, বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন! অশ্বিনীকুমারেরা যেমন ভার্গবনীতিসংহিতা, সেই কুমারযুগল তেমনি বাল্মীকির অদ্ভুত আদেশ বাক্য হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া, সমুৎসুকচিত্তে সুখে রাত্রি বাস করিলেন।

সপ্তোত্তর শততম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, লব কুশ উভয়ে স্নান ও অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া, ঋষির আদেশানুরূপে তথায় গান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাম তাঁহাদের গীতি শুনিতে লাগিলেন। ঐ গীতি গায়কগণের গান সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বাচার্য্য কর্তৃক বিরচিত, অশ্রুতপূর্ব্ব, ষড়্‌জাদি স্বরবিশিষ্ট, দানধর্ম্মে অলংকৃত, উত্তমধ্বনিবিলম্বিত বৃত্তি পরম্পরায় বদ্ধ এবং তন্ত্রীলয়-সমন্বিত। রাম বালকদিগের এবংবিধ গান শুনিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা রাম আরব্ধ কর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া, মহামুনি বাল্মীকি, নরপতিগণ, পণ্ডিতগণ, নৈগমগণ, পৌরাণিকগণ, শাব্দিকগণ, বৃদ্ধগণ, স্বরলক্ষণজ্ঞগণ, রামায়ণ-শ্রবণোৎসুক দ্বিজসত্তমগণ, সামুদ্রিকলক্ষণজ্ঞগণ, সংগীতশাস্ত্রজ্ঞগণ, পুরবাসীগণ, গুরুলঘুপ্রয়োগসমাসসম্বন্ধের অভিজ্ঞগণ, ছন্দ-শাস্ত্রবিশারদগণ, কলামাত্রবিশেষজ্ঞগণ, জ্যোতিষশাস্ত্রের পারগ-গণ, ক্রিয়া ও কল্পবিদ্‌গণ, কার্য্যবিশারদগণ, কেবল ব্যবসায়-কালে যুক্তিপ্রয়োগে সমর্থ ব্যক্তিগণ, বহুশ্রুত তার্কিকগণ, ছন্দো-বিদ্‌গণ, পুরাণজ্ঞগণ, বৈদিকদ্বিজসত্তমগণ, বৃত্তজ্ঞ ও কল্পসূত্রজ্ঞগণ, এবং নৃত্যগীতবিশারদগণ, এই সকলকে আহ্বান করিয়া, গান-কর্ত্তা কুশীলবকে সাদরে সভামধ্যে গান করিবার জন্য সন্নি-বেশিত করিলেন। শ্রোতৃগণ তথায় উপবেশন করিয়া, পর-স্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই দুই মুনিদারক সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া, গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের গান যেমন অলৌকিক, তেমনি মাধুর্য্যসম্পন্ন। শ্রোতারা শুনিয়া কোন মতেই তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারিলেন না। মহৌজা মুনিগণ ও নরপতিগণ সকলেই হৃষ্ট হইয়া, চক্ষু দ্বারা যেন পান করিয়া বারংবার তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। এবং পর-

স্পর সমাহিত হইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন, বিম্ব হইতে সমুৎখিত বিম্বের ন্যায়, ইহারা দুই জনে রামের সদৃশ। ইহারা যদি জটিল ও বল্কলধারী না হইত, তাহা হইলে, রামের সহিত ইহাদের ভিন্নভাব লক্ষিত হইত না।

পৌর ও জানপদগণ এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, কুশ ও লব নারদদর্শিত প্রথমসর্গ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম এই বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া অপরাহ্ন সময়ে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, কাকুৎস্থ! শীঘ্র এই দুই মহাত্মাকে অষ্টাদশসহস্র সুবর্ণ প্রদান কর। এবং অন্য যাহা অভিলাষ থাকে, তাহাও দাও। তখন লক্ষ্মণ বিলম্ব না করিয়া, সেই বালক দুই জনকে পৃথক্ পৃথক্ সুবর্ণ দান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই মহাত্মারা উহা গ্রহণ না করিয়া, বিস্ময় প্রকাশ পুর্ব্বক কহিলেন, ইহাতে আমাদের প্রয়োজন কি? আমরা বনবাসী; বনের ফল মূলেই আহার সম্পাদন করি। অতএব অরণ্য মধ্যে সুবর্ণ লইয়া কি করিব?

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া, রামও শ্রোতৃবর্গ সকলেই সাতিশয় বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন! অনন্তর, কিরূপে এই কাব্যের উৎপত্তি হইল, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া মহামতি রাম সেই দুই মুনিদারককে জিজ্ঞাসিলেন; এই কাব্যের প্রমাণ কি? যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নিবাস বা অবস্থিতি কোথায়? এই মহাকাব্যের কর্ত্তা কে? কাব্যকর্ত্তা সেই মুনিপুঙ্গব কোথায় থাকেন?

রাম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দুই মুনিদারক কহিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি এই কাব্যে আপনার অশেষ চরিত সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং সংপ্রতি আপনার যজ্ঞে সমাগত হইয়া, সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তপস্বী বাল্মীকি একশত

উপাখ্যান সমেত চতুর্ব্বিংশৎ সহস্র শ্লোকে এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। রাজন্! সেই মহামতি আমাদের গুরু। তিনি আদি প্রভৃতি পঞ্চশত সর্গসমন্বিত সপ্তকাণ্ডে আপনারই চরিত রচনা করিয়াছেন। আপনি যাবজ্জীবন যে সকল শুভাশুভ কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে তাহা নিবদ্ধ হইয়াছে। রাজন্! মহারথ! যদি সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, অবসরসময়ে অনুজগণের সহিত সুখী হইয়া, শ্রবণ করুন। রাম তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিলেন। তাঁহারাও পরম হর্ষিত হইয়া, মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি যেখানে, তথায় গমন করিলেন। তখন রাম মহামতি মুনিগণ ও নরপতিগণের সহিত সেই গীতিমাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া, কর্ম্মশালায় সমাগত হইলেন। তিনি কুশীলব কর্তৃক গীয়মান রামায়ণ শ্রবণ করিলেন। উহা তানলয়সম্পন্ন, সর্গান্বিত, স্বরশব্দযুক্ত, এবং তন্ত্রীলয় ও ব্যঞ্জনযোগবিশিষ্ট।

অষ্টোত্তরশততম সর্গ।

রাম মুনিগণ, রাজগণ বা নরগণের সহিত বহুদিন সেই পরম সুন্দর গীত শ্রবণ করিলেন। সেই প্রবন্ধে কুশীলবকে সীতার পুত্র জানিয়া, জানকীকে উদ্দেশ করিয়া, সভামধ্যে কহিলেন, শুদ্ধ সমাচার দূতদিগকে আত্মনীয়ায় আহ্বান করিয়া, ভগবান্ বাল্মীকির নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহারা গিয়া আমার এই কথা বলুক, জানকী যদি তপোবনে বাস করিয়া, শুদ্ধচারিণী বা নিষ্পাপা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, মহর্ষির অনুমতি লইয়া, আত্মশুদ্ধি বিধান করুন। এ বিষয়ে ঋষির অভিপ্রায় কি এবং প্রত্যয়দানে অভিলাষিণী সীতার প্রত্যয় দান যদি মনোগত হয়, দূতগণ তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আসিয়া আমার নিকট বলুক। জনকদুহিতা মৈথিলী

আগামী কল্য প্রাতে সভামধ্যে আমার ও নিজের শুদ্ধিজন্য শপথ করুন।

দূতগণ রামের এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির নিকটে গমন এবং জ্বলনশীল অমিতপ্রভ মহামতিকে প্রণাম করিয়া, রামের মৃদুমধুর বাক্য সকল নিবেদন করিল। সুমহাতেজা ঋষি দূতগণের কথা শ্রবণ ও রামের মনোগত জ্ঞানগম্য করিয়া, কহিলেন, রাম যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে। তোমাদের কল্যাণ হউক। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। সুতরাং সীতা তাঁহারই কথামত কার্য্য করিবেন।

মহর্ষি এই প্রকার কহিলে, পরমপ্রভাব দূতগণ সকলে রামের গোচরে সমাগত হইয়া, মুনিভাষিত সমস্ত নিবেদন করিল। মহামতি বাল্মীকির ঐ কথা শুনিয়া রামের অতিমাত্র হর্ষ সঞ্চারিত হইল। তিনি তথায় সমবেত সমস্ত ঋষি ও রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ সশিষ্যে ও রাজারা অনুচর সহিত এবং অন্যান্য যাঁহারা এ বিষয় দেখিতে উৎসুক, তাঁহারা সকলে সীতার শপথ দর্শন করুন!

মহামতি রাঘবের এই কথা শুনিয়া, প্রধান প্রধান ঋষিগণ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন। মহামতি রাজারা এই বলিয়া রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! ইহা আপনাতেই শোভা পায়, অন্যে নহে।

অনন্তর, আগামী কল্য সীতা শপথ করিবেন, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, শত্রুদমন রঘুনন্দন সকলকে বিদায় দিলেন। তিনি মহানুভাব, মহামতি ও সমুদায় রাজার প্রধান। আগামী কল্য সীতা পরীক্ষা দিবেন, সবিশেষ বিচারণাসহকারে এই প্রকার অবধারণানন্তর তিনি সমস্ত রাজা ও ঋষিদিগকে বিসর্জ্জন করিলেন।

নবাধিকশততম সর্গ ।

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, রাজা রাম যজ্ঞবাটে গমন করিয়া সমস্ত ঋষিকে আহ্বান করিলে, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, দুর্ব্বাসা, মহাতপা পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয়, মহাযশা মৌদ্গল্য, গার্গ্য, চ্যবন, ধর্ম্মবিৎ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র বসুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত, মহাযশা গৌতম, ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুসংখ্য সংশিতব্রত মুনিগণ সকলে তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা সীতার শপথ দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর্য্য রাক্ষস ও মহাবল বানরগণও কৌতূহলপ্রযুক্ত আগমন করিল। তদ্ভিন্ন, সহস্র সহস্র ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র এবং নানাদেশাগত সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণ সীতার শপথ সন্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। সকলে সমবেত হইয়া, পাষাণবৎ অচল হইয়া রহিলেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, মুনিবর বাল্মীকি সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বর তথায় পদার্পণ করিলেন। সীতা অধোমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পাকুল লোচনে একমাত্র রামের ধ্যান করিতে করিতে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায়, সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া, মহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল। অনন্তর সকলে হলহলা শব্দ করিয়া উঠিল। তাহারা সকলেই শোকে ব্যাকুলহৃদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ রামের, কেহ সীতার এবং অন্যান্যেরা উভয়েরই সাধুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সীতাসমভিব্যাহারী মহর্ষি বাল্মীকি সেই বিপুল জনতার মধ্যে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি দাশরথে! এই সীতা সুব্রতা ও ধর্ম্মচারিণী; অপবাদহেতু ইঁহাকে আমার আশ্রমসমীপে ত্যাগ করা হইয়াছিল। অয়ি মহাব্রত রাম! তুমি লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়াছ। সীতা

তোমায় প্রত্যয় প্রদান করিবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এই দুর্দ্ধর্ষ যমজযুগল জানকীর পুত্র আমি ইহা সত্য বলিতেছি। হে রাঘবনন্দন। আমি প্রচেতার দশম পুত্র। কখনও মিথ্যা বলিয়াছি, মনে হয় না। অতএব সত্য জানিও, ইহারা তোমারই পুত্র। আমি বহুসহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়াছি। যদি এই মৈথিলীর কোন দোষ থাকে; তাহা হইলে, আমি যেন সেই তপস্যার কোন ফললাভ করিতে না পারি। আমি পূর্ব্বে কখনও কায়, মন বা বাক্য দ্বারা পাপ করি নাই। মৈথিলীর যদি পাপ না থাকে; তাহা হইলে, আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত হই। হে রঘুনন্দন! পঞ্চভূত ও মন সকল বিষয়েই শুদ্ধা জানিয়া বননির্ঝরে পতিতা সীতাকে আমি গ্রহণ করিয়াছি। সর্ব্বথা পাপহীনা শুদ্ধচারিণী পতিদেবতা এই সীতা তোমাকে প্রত্যয় প্রদান করিবেন। যেহেতু তুমি লোকাপবাদে ভীত হইয়াছ। হে নরবরনন্দন! তোমার মন লোকাপবাদভয়ে কলুষীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য দিব্যজ্ঞানবলে সীতাকে শুদ্ধা জানিয়াও, পরিত্যাগ করিয়াছ। এক্ষণে আমি দিব্যজ্ঞানবলে ইঁহার বিশুদ্ধচরিত্র বিদিত হইয়া, তোমারে প্রদান করিলাম।

দশাধিকশততম সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি এই প্রকার কহিলে, রাম দেববর্ণিনী জনকনন্দিনীকে তথায় দর্শন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ! আপনি ধর্ম্মবিৎ। যদিও আপনার বাক্যমাত্রেই জানকীকে শুদ্ধচারিণী বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তথাপি হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহাই হইবে, সীতা স্বীয় শুদ্ধচারিত্রের পরীক্ষা প্রদান করুন। আপনার

কথা সকল সর্ব্বতোভাবে পাপসম্পর্কপরিশূন্য। বৈদেহী পূর্ব্বে লঙ্কানগরে সুরগণসান্নিধ্যে প্রত্যয় প্রদান ও শপথবিধান করিয়াছিলেন। সেইহেতু তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করান হইয়াছিল। যে জন্য জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ অতিশয় প্রবল। ব্রহ্মন্! জানকীর কোন পাপ নাই, জানিলেও, এই লোকভয়েই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিতে হইবে। এই যমজ কুশীলব আমার পুত্র, ইহা আমার বিদিত আছে। তথাপি জানকী সভাসমক্ষে আত্মশুদ্ধি বিধান করিলে,আমার প্রীতিভাজন হইবেন।

সুরসত্তমগণ রামের অভিপ্রায় জানিয়া, সকলে সীতার সেই শপথ উপলক্ষে সমাগত হইলেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ সকলে ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করিয়া, তথায় আগমন করিলেন। এতদ্ভিন্ন, নাগগণ, সুপর্ণগণ ও সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে সমাগত হইলেন। রাম দেবতা ও ঋষিদিগকে সমবেত দর্শন করিয়া, পুনরায় বাল্মীকিকে বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! ঋষিদিগের কথা সকল পাপলেশ পরিশূন্য। অতএব আপনার কথামাত্রেই সীতাকে শুদ্ধাচারিণী বলিয়া আমার হৃৎপ্রতীতি হইয়াছে। তথাপি, সকলে সীতার শপথদর্শনে সমাদৃত হইয়া, আগমন করিয়াছেন। অতএব জানকী ইঁহাদের সকলের সমক্ষে আত্মশুদ্ধি বিধান করিলেই, আমার প্রীতিলাভ করিবেন। এই কথা বলিবার পরক্ষণেই সকলের পাপপুণ্যের সাক্ষী দিব্যগন্ধ মনোরম সুশীতল সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া, সেই সমবেত সমস্ত লোকের আহ্লাদ সমুৎপাদন করিল। সমস্ত রাজ্য হইতে সমাগত মানবগণ সমাহিত হইয়া, এই অতীব আশ্চর্য্য ও অচিন্ত্য ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সত্যযুগে যেমন এই প্রকার দিব্য বায়ু প্রবাহিত হইত, ত্রেতাতেও তদ্রূপ প্রবাহিত হইল। ইহা নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই।

অনন্তর কাষায়বাসিনী জনকনন্দিনী সকলকে সমাগত দর্শন পূর্ব্বক অধোদৃষ্টি ও অধোমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমি রামভিন্ন অন্য পুরুষকে মনেও ভাবি না। এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন। আমি কায়মনোবাক্যে রামের বিশিষ্টরূপ অর্চ্চনা করি। এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না; এই যে সত্য বলিলাম, ইহার বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন।

সীতা এইপ্রকার শপথ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, এক অদ্ভুত কাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইল। ভূতল হইতে অত্যুৎকৃষ্ট দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দিব্যদেহ দিব্যরত্নবিভূষিত অমিতবিক্রম নাগগণ মস্তক দ্বারা ঐ দিব্য সিংহাসন ধারণ করিয়া আছে। ভগবতী বসুন্ধরা প্রসারিত ভুজযুগলে মৈথিলীকে গ্রহণ করিয়া, অভিনন্দন পূর্ব্বক সেই আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন*। তাঁহাকে আসনস্থা হইয়া, ভূবিবরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দিব্যপুষ্পবৃষ্টি অবিচ্ছেদে পতিতা হইয়া, তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবগণ তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সীতে! তোমার এই প্রকার চরিত্র, সাধুসাধু। সুরগণ অন্তরীক্ষে আসিয়া, সীতার পাতালপ্রবেশ দর্শন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ঐ রূপ বহুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞবাটস্থ ঋষিগণ, নরপতিগণ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান মনুষ্যগণও সকলেই বারংবার বিস্ময় প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত চেতনাচেতন প্রাণিগণ সকলেই সীতার এই কলঙ্ক ক্ষালনে বিপুল হর্ষ লাভ করিল। কেহ হর্ষভরে উচ্চৈঃশব্দ করিতে লাগিল; কেহ ধ্যানপরায়ণ হইল, এবং কেহ রাম ও কেহ বা সীতাকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে সীতার পাতাল প্রবেশ দেখিয়া, মুনিপ্রভৃতি সকলেই হর্ষান্বিত হইলেন। তাহাতে পরস্পরের

সম্বন্ধবন্ধন হওয়াতে, সমস্ত জগৎ মুহূর্ত্তকাল সম্যক্রূপে নিতান্ত মোহিত হইয়াছিল।

একাদশোত্তরশততম সর্গ।

সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে সমস্ত বানরমণ্ডল ও ঋষিগণ রামের সান্নিধ্যে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে, অধোবদনে ও ক্ষুণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন! এবং বাষ্পভার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া, ক্রোধে শোকসমাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, অভূতপূর্ব্ব শোক আমার মন স্পর্শ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। দেখ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী জানকী আমার সমক্ষেই অন্তর্হিতা হইলেন। পূর্ব্বে জানকী মহোদধির পারে লঙ্কাপুরে অদর্শন প্রাপ্ত হইলে, আমি যখন তাঁহাকে তথা হইতেও আনিয়াছি, তখন পাতালের কথা আর কি বলিব? অয়ি দেবি বসুধে! তুমি আমার সীতাকে ফিরিয়া দাও, নতুবা, আমি রোষ প্রদর্শন করিব; তাহা হইলেই তুমি আমায় জানিতে পারিবে। তুমি নিশ্চয়ই আমার শ্বশ্রূ। কেননা, রাজা জনক পূর্ব্বে ফালহস্তে কর্ষণ করিতে করিতে সীতাকে তোমার নিকট প্রাপ্ত হয়েন। অতএব তুমি, হয়, সীতাকে নিয়ামিত কর, না হয়, আমাকেও বিবর প্রদান কর। পাতালে বা স্বর্গে যেখানেই হউক, আমি সীতার সহিত বাস করিতে অভিলাষী। অতএব তুমি সীতাকে আনিয়া দাও। আমি তাঁহার জন্য জ্ঞানশূন্য হইয়াছি! তুমি যদি যথারূপা সীতাকে না দাও, তাহা হইলে, আমি পর্ব্বত ও বনের সহিত ত্বদীয় সমগ্রস্থিতি বাধিত ও তুমি বিনাশ করিব। সমস্ত জল হউক।

রাম ক্রোধ ও শোকের বশবর্ত্তী হইয়া, এই প্রকার বলিতে

লাগিলে, ব্রহ্মা সুরগণের সহিত তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি সুব্রত রাম! তোমার সন্তাপ করা উচিত হয় না। হে অমিত্রকর্ষণ! আপনার পূর্ব্বস্বভাব ও মন্ত্রণা স্মরণ কর। হে মহাবাহো! আমি তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি না। কিন্তু হে দুর্দ্ধর্ষ! ইহাই বলিতেছি, তুমি এই সময়ে আপনার বৈষ্ণব জন্ম স্মরণ কর। সীতা স্বভাবত দোষসম্পর্কপরিশূন্যা, সাধ্বী ও ত্বদীয় অনুবৃত্তিপ্রাপ্তিসমুৎসুকাই। তিনি ভবদীয় আশ্রয়রূপ তপোবলে সুখময় নাগলোকে গমন করিয়াছেন। পুনরায় স্বর্গে তোমার সহিত মিলিত হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সভামধ্যে যাহা বলিতেছি, অবধান কর। তোমারই চরিতপূর্ণ এই কাব্য সমস্ত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরম রমণীয়। রাম! লোকে এই বাক্য বিস্তার পূর্ব্বক সমস্ত ব্যাখ্যা করিবে, সন্দেহ নাই। বীর! তুমি জন্মাবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং সীতার পাতালপ্রবেশের পর ভবিষ্যতে যাহা করিবে, তৎসমস্ত বাল্মীকি নিবদ্ধ করিয়াছেন। রাম! এই আদিকাব্য রামায়ণ তোমারই চরিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমাব্যতিরেকে আর কেহই এই কাব্যের যশোভাগী হইবার উপযুক্ত হইতে পারে না। হে কাকুৎস্থ! তুমি শেষ ভবিষ্য কাব্য রামায়ণ শ্রবণ কর। হে মহাযশা! উত্তরকাণ্ড নামে এই কাব্যের যে শেষ অংশ আছে, হে মহাতেজা! তুমি ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর। হে রঘুনন্দন! তুমি রাজর্ষিগণের শ্রেষ্ঠ। তুমিই কেবল এই উৎকৃষ্ট শেষাংশ শ্রবণ করিতে পার। অন্য ব্যক্তির ইহা শুনিবার কোনপ্রকার অধিকার নাই। এই বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর দেব ব্রহ্মা সবান্ধব দেবগণের সহিত ত্রিদিবে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মলোকনিবাসী যে সকল মহাত্মা ও মহাতেজা ঋষি সেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তরকাণ্ডে রামের ভবিষ্যচরিত শ্রবণমানসে পিতামহের আদেশে তথায় রহিয়া গেলেন।

অনন্তর পরমতেজস্বী রাম দেদেব পিতামহের কথিত শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া, বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ আমার ভবিষ্যচরিত শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। অতএব আগামী কল্য উহা আরম্ভ করিয়া দিন। এই প্রকার অবধারণ পূর্ব্বক কুশীলবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই সমবেত জনতাকে বিদায় দিয়া, তিনি কর্ম্মশালায় গমন এবং সীতার উদ্দেশে শোক করিতে করিতে সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে, মহামুনিদিগকে আনয়ন করিয়া, রাম পুত্রদিগকে কহিলেন, অবিশঙ্কিত হৃদয়ে গান কর। অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ সকলে সমুপবিষ্ট হইলে, কুশীলব উত্তর কাণ্ডের ভবিষ্যদংশ গান করিতে লাগিলেন।

সীতা স্বীয় সত্যপ্রভাবে পাতালপ্রবেশ করিলে, রাম যজ্ঞাবসানে পরম দুর্ম্মনা হইলেন। জানকী দৃষ্টিপথ পরিহার করাতে সমস্ত সংসার তাঁহার শূন্য বোধ হইল। এবং শোকে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে, তাঁহার মানসিক শান্তি দূর হইয়া গেল। অনন্তর রাজীবলোচন রাম সমস্ত রাজা, রাক্ষস, ঋক্ষ, বানর ও বিপ্রমুখ্যদিগের সকলকে ধনদান পূর্ব্বক বিদায় দান করিয়া, সীতামাত্র ধ্যানপরায়ণ হইয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সীতার পর আর তিনি ভার্য্যা পরিগ্রহ করিলেন না। তিনি পত্নীর জন্য সুবর্ণের জানকী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে তিনি দশ সহস্র বৎসর ভূরি ভূরি হয়মেধ, বহু সুবর্ণ দশগুণ বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, গোসব এবং অন্যান্য আপ্তদক্ষিণ মহাধন ক্রতু সকলের অনুষ্ঠানে যাপন করিলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম্মে

প্রযত্নমান থাকিয়া, উল্লিখিতরূপে তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত হইল।

ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং রাজা সকল তাঁহার শাসনে থাকিয়া, অনুদিন তাঁহার অনুরঞ্জন করিতে লাগিলেন। পর্জন্য কালে বর্ষণ করাতে রাজ্যময় সুভিক্ষ হইল। দিক্ সকল প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পুর ও জনপদমাত্রেই হৃষ্টপুষ্টজনভূয়িষ্ঠ হইল। কেহ আর অকালে মরে না, কাহার আর রোগ হয় না। ফলতঃ, তিনি রাজ্যশাসন প্রবৃত্ত হইলে, সকল অনর্থ দূর হইয়া গেল।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, যশস্বিনী রামজননী পুত্র-পৌত্রপরিবৃত হইয়া, কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। কৈকয়ীও বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন ও স্বর্গে অবস্থিতি করিলেন। সেই মহাভাগা রমণীগণ স্বর্গে রাজা দশরথের সহিত মিলিতা হইয়া, পরম আপ্যায়িতা হইলেন এবং সমস্ত ধর্ম্ম লাভ করিলেন। রাম তাঁহাদের উদ্দেশে সময় বিশেষে অবিশেষে ব্রাহ্মণ ও তপস্বীমণ্ডলে মহাদান করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন, সেই ধর্ম্মাত্মা রাম পিতৃকর্ম্মোপলক্ষে দেবতা ও পিতৃদিগকে পূজা করিয়া, বহুরত্নবিতরণ ও পরম দুস্তর যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে তিনি সর্ব্বদা যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বহুবিধ ধর্ম্ম বর্দ্ধিত করিয়া, বহুবর্ষসহস্র সুখে যাপন করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, কেকয়রাজ যুধাজিৎ স্বীয় গুরু অমিতপ্রভ ব্রহ্মর্ষি অঙ্গিরার পুত্র গার্গ্যকে মহাত্মা রামের সকাশে প্রেরণ এবং তৎসঙ্গে অনুত্তম প্রীতি দান স্বরূপ রামকে দশ সহস্র অশ্ব, বহুসংখ্য কম্বল ও রত্ন এবং বিচিত্র উত্তম বস্ত্র ও সুগন্ধিত আভরণ সকল প্রদান করিলেন।

মাতুল অশ্বপতির প্রেরিত মহর্ষি গার্গ্য উল্লিখিত মহাধন সহিত আসিয়াছেন, শুনিয়া, ধীমান্ রাম অনুজ সহিত ক্রোশমাত্র তাঁহার প্রত্যুদ্গমন এবং শক্র যেমন বৃহস্পতিকে, তেমনি তাঁহাকে সবিশেষ পূজা করিলেন। এই রূপে তিনি ঋষির পূজা ও সেই সকল ধন গ্রহণ করিয়া, প্রতিপদে মাতুলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাভাগ ঋষি উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাকে কহিলেন, আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায়, বাক্যবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ। মাতুল কি কথা বলিয়াছেন, যে জন্য আপনি এখানে পদার্পণ করিয়াছেন?

রামের এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া, মহর্ষি অদ্ভুতসঙ্কাশ কার্য্যবিস্তর বলিবার উপক্রম করিলেন। কহিলেন, মহাবাহো! ত্বদীয় মাতুল নরশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ প্রীতি সংযুক্ত যে কথা বলিয়াছেন, যদি অভিরুচি হইয়া থাকে, শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন, সিন্ধু নদীর পার্শ্বে গন্ধর্ব্বগণের যে ফলমূলশোভিত পরমশোভন দেশ আছে, যুদ্ধকোবিদ অস্ত্রধর গন্ধর্ব্বেরা তাহার রক্ষা করে। বীর! ঐ সকল গন্ধর্ব্ব শৈলূষের পুত্র, মহাবল এবং সংখ্যায় তিনকোটি। হে মহাবাহো কাকুৎস্থ! তুমি তাহাদিগকে জয় এবং পরম মনোহর গন্ধর্ব্ব নগর অধিকার করিয়া, তথায় সুন্দরবিধানে সমাহিত স্বীয় পুরে সন্নিবিষ্ট হও। তথায় অন্যের গতি নাই। হে মহাবাহো! আমি তোমায় অহিত বলিতেছি না। অতএব সেই পরমশোভন দেশ তোমার রুচিকর হউক।

রাম মহর্ষির প্রমুখাৎ মাতুলের আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীতিভরে কহিলেন, আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, পুনরায় প্রীতিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! এই দুই কুমার তথায় বিচরণ করিবেন। ইঁহারা ভরতের আত্মজ। ইঁহাদের নাম তক্ষ ও পুষ্কল। ইঁহারা মাতুল যুধাজিৎ কর্ত্তৃক

সুরক্ষিত হইয়া, বল ও অনুচর সহিত ভরতকে অগ্রে করিয়া, গন্ধর্ব্বনন্দনদিগকে সংহার পূর্ব্বক দুই পুর ভাগ করিয়া লইবেন। অতিধার্ম্মিক ভরত দুই পুর প্রতিষ্ঠিত ও দুই পুত্রকে তথায় সন্নিবিষ্ট করিয়া, পুনরায় আমার সকাশে আগমন করিবেন। রাম ব্রহ্মর্ষিকে এই প্রকার কহিয়া, সবলানুগ ভরতকে আজ্ঞা প্রদান ও দুই কুমারের অভিবাদন করিলেন।

অনন্তর ভরত সৌম্য নক্ষত্রে গার্গ্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, সসৈন্যে কুমারগণের সহিত বিনির্গত হইলেন। রাঘবের অনুগত ও সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ সেই সেনা, দেবরাজের নিয়োগপরতন্ত্রা দেবসেনার ন্যায়, নগর হইতে এক মাস পর্য্যন্ত বহির্গমন করিল। মাংসাশী প্রাণিগণ ও সুমহাকায় রাক্ষস সকল রুধিরপানপ্রত্যাশায় ভরতের অনুগামী হইল। সহস্র সহস্র সুদারুণ মাংসভক্ষক ভূতগণ গন্ধর্ব্বপুত্রগণের মাংস ভক্ষণ জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন, বহু সহস্র খেচর পক্ষী এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণও সৈন্যগণের অগ্রে প্রস্থান করিল।

সেই হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ সেনা পথিমধ্যে অর্দ্ধমাস যাপন করিয়া, নিরাময় শরীরে কেকয়রাজ্যে সমাগত হইল।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

সেনাসমভিব্যাহারে ভরত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া গার্গ ও কেকয়রাজ যুধাজিৎ পরম সন্তুষ্ট এবং মহতী সেনাসমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া গন্ধর্ব্বদিগকে আক্রমণার্থ সত্বর যাত্রা করিলেন। অনন্তর লঘুবিক্রমশালী ভরত ও যুধাজিৎ সসৈন্যে ও অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে গন্ধর্ব্বদিগের নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ভরত উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মহাবীর্য্য গন্ধর্ব্বগণ একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ কাল তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল, কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না। চতুর্দ্দিকে রক্তের নদী সকল নরদেহ বহন করিয়া প্রবাহিত হইল। খড়্গ শক্তি ও ধনু ঐ সকল নদীর গ্রাহ।

অনন্তর রামানুজ ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের প্রতি সম্বর্ত্ত নামক সুদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কালপাশ দ্বারা বদ্ধ ও সংবর্ত্তাস্ত্র দ্বারা বিদারিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই তিনকোটি গন্ধর্ব্ব বিনষ্ট হইল। তাদৃশ ঘোর যুদ্ধ যে কখনও হইয়াছিল, দেবতাদিগের তাহা স্মরণ হইল না, নিমেষান্তর মাত্রেই তাবৎ সংখ্যক মহাবল গন্ধর্ব্ব নিহত হইল।

ঐ সমস্ত গন্ধর্ব্ব নিহত হইলে পর, কেকয়ীনন্দন ভরত মনোহর গান্ধার দেশে গন্ধর্ব্বদিগের অঞ্চলে দুইটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন অত্যুৎকৃষ্ট নগর স্থাপন করিলেন, তক্ষশিলায় তক্ষ, আর পুষ্কলাবতে পুষ্কল। উভয় নগরই রাশি রাশি ধনরত্নে পরিপূর্ণ ও বিবিধ কাননে সমাকীর্ণ; বিস্তর গুণবত্তানিবন্ধন উভয়ই যেন পরস্পর বিবাদ করিতেছে। ধর্ম্মসঙ্গত ক্রয় বিক্রয়াদি লোক ব্যবহার দ্বারা উভয় নগরই দেখিতে পরম রমণীয়। উভয়ই উদ্যান ও যান সকলে পরিপূর্ণ, উভয়েরই পথপার্শ্ববর্ত্তী বিপণি সকল পরস্পর সুবিভক্ত। উভয় নগরই উৎকৃষ্ট ম মনোরম। উভয়ই বিস্তর উৎকৃষ্ট গৃহ, সুরুচির প্রাসাদ বিস্তর শোভনীয় দেবায়তন এবং তাল, তমাল, তিলক ও বকুলাদি বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিশোভিত।

রাঘবানুজ কেকয়ীনন্দন মহাবাহু ভরত পাঁচ বৎসরে ঈদৃশ নগরদ্বয় স্থাপন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং ব্রহ্মাকে বাসবের ন্যায়, সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি মহাত্মা রাঘবকে বন্দনা করিয়া, গন্ধর্ব্বদিগের নিধন ও দুই নগর স্থাপনের কথা যথাবৎ নিবেদন করিলেন, উহা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ভরতের প্রতি তুষ্ট হইলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

ভরতের অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আনন্দিত হইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তোমার এই দুই কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু ধর্ম্মে সুপণ্ডিত এবং রাজ্যরক্ষণবিষয়ে বিলক্ষণ বিক্রমশালী। অতএব আমি ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষেক করিব। সৌম্য! তুমি এরূপ দেশ দেখিবে যে এই দুই ধনুর্দ্ধর তথায় অবাধে বিহার করিতে পারে; এবং যথায় রাজত্ব স্থাপন করিলে, অন্য রাজাদিগকে উৎপীড়ন ও আশ্রম ভঙ্গ করিয়া আমাদিগকে দোষী হইতে না হয়।

রাম এই প্রকার কহিলে, ভরত কহিলেন, কারুপথ দেশ অতি রমণীয় ও আময় শূন্য, ঐ দেশে অঙ্গদের নগরী স্থাপন করুন। আর আময়বিহীন সুচারু চন্দ্রকান্ত দেশ চন্দ্রকেতুর রাজ্য হউক। রামচন্দ্র ভরতের ঐ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন এবং ঐ কারুপথ দেশ আয়ত্ত করিয়া অঙ্গদকে প্রদান করিলেন। তিনি ঐ দেশে অঙ্গদের জন্য সুরক্ষিত সুন্দর নগরও নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। মল্ল ভূমিতে মল্ল চন্দ্রকেতুর নিমিত্তও স্বর্গপুরীর ন্যায় মনোহর চন্দ্রকান্ত নামে পুরী নির্ম্মিত হইল।

অনন্তর যুদ্ধে দুরাধর্ষ রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত পরমানন্দিত হইয়া কুমারদ্বয়ের অভিষেক করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ পশ্চিম দিকে ও চন্দ্রকেতু উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অঙ্গদের, আর ভরত চন্দ্রকেতুর অনুগামী হইলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদের নগরীতে এক বৎসর থাকিয়া যখন দেখিলেন যে, পুত্র সুদৃঢ়রূপে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভরতও ঐ জন্য কিঞ্চিদধিক এক বৎসর বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামের পাদবন্দন করিলেন। ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ ও ভরত উভয়েই রামচরণের অনুগত ছিলেন, কিন্তু অনাত্র অব-

স্থিতি করিয়া, কালগত হইলেও, পুত্রস্নেহনিবন্ধন কষ্ট অনুভব করিলেন না।

রামচন্দ্র, ভরত ও লক্ষ্মণ এই রূপে ধর্ম্মপ্রতিপালন পূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর প্রজাপালন করিলেন।

মহাযজ্ঞে আহুতিপ্রাপ্ত সুসমিদ্ধ দীপ্ততেজা অগ্নিত্রয়ের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইয়া তিনজন অযোধ্যানগরে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিহার করিয়া, কাল পরিপূর্ণ হইলে পরম আনন্দিত হইলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

এই রূপে রাম ধর্ম্মপালন করিতে থাকিলে, কিছুকালের পর কাল তাপস রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারিস্থিত ধৃতিমান্ লক্ষ্মণকে কহিলেন, আপনি যাইয়া সংবাদ দান করুন, আমি কোন গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমি অমিততেজস্বী মহর্ষি অতিবলের দূত, হে মহাবল! কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছি।

তাপসের বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌমিত্রি সত্বর যাইয়া রাঘবকে সমস্ত সংবাদ দান করিলেন। কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! আপনি রাজধর্ম্ম প্রতিপালনমাহাত্ম্যে ইহ পর উভয় লোক জয় করুন; তপঃপ্রভায় ভাস্করসঙ্কাশ এক জন দূত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। রাম লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সেই সন্দেশহারক মহাতেজস্বী তপস্বীকে সত্বর লইয়া আইস। সৌমিত্রি যে আজ্ঞা বলিয়া, তেজোদ্বারা যেন জলন্ত ও কিরণচ্ছটা দ্বারা যেন দাহকারী তপস্বীকে প্রবেশ করাইলেন। ঋষি তেজঃপ্রভায় প্রদীপ্ত রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, বৃদ্ধিসম্পন্ন হউন। মহাতেজা রাম তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি পূজা

প্রদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহাযশা মুনি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া কাঞ্চনময় দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যাঁহার দূত হইয়া আসিয়াছেন, তিনি কি বলিয়া দিয়াছেন, বলুন।

রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষি কহিলেন যদি হিতসাধনে আপনার মন থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, এসম্বন্ধে আমরা নির্জ্জনে কথোপকথন করিব। আর যদি মুনিপুঙ্গবের বাক্য প্রতিপালন করা আপনার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম করুন, যে আমরা যখন দুইজনে কথোপকথন করিব, তখন যে কেহ আমাদিগের বাক্য শ্রবণ বা আমাদিগকে দর্শন করিবে, সেই আপনার বধ্য হইবে।

তখন রামচন্দ্র, তাহাই হউক বলিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো! প্রতিহারকে বিদায় করিয়া তুমি স্বয়ং দ্বারদেশে অবস্থিতি কর। সৌমিত্রে! আমি ও এই ঋষি, আমরা দুইজনমাত্র নির্জ্জনে পরামর্শ করিব; এই সময় যে কেহ আমাদিগের বাক্য শ্রবণ বা আমাদিগকে দর্শন করিবে, সেই আমার বধ্য হইবে।

রামচন্দ্র এইরূপে লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া মুনিকে কহিলেন, ঋষি কি বলিয়া দিয়াছেন বলুন। মুনে! আপনার মনের কথা কি, এবং কোন মহাত্মা আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি নিশঙ্কচিত্তে বলুন। আমিও জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

— —

ঋষি কহিলেন, হে রাজন্! হে মহাসত্ত্ব! আমি যে জন্য আগমন করিয়াছি, শ্রবণ করুন। হে মহাবল! দেব পিতামহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। বীর! আমি আপনার

পুত্র, আপনি পূর্ব্বদেহে আমকে মায়াই গর্ভে উৎপাদন করিয়াছিলেন, আমি সর্ব্বসংহারক কাল। লোকপতি প্রভু পিতামহ বলিয়াদিয়াছেন, সৌম্য। আপনি ত্রিলোক রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পুরাকালে আপনি যখন মায়াবলে সর্ব্ব লোক সংহার করিয়া মহার্ণবগর্ব্ভে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় আপনি আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর আপনি মহাকায় উদকশায়ী নাগরাজ অনন্তকে সৃষ্টি করিয়া মধু ও কৈটভনামক দুই মহাবল মহাসুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাদিগেরই অস্থি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া, পর্ব্বতবহুলা এই পৃথিবীর মেদিনী নাম হইয়াছে। আপনি নাভিজাত দিব্যসঙ্কাশ পদ্মে আমাকেও উৎপাদন করিয়া প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টি করিলাম, কিন্তু তাহার রক্ষার উপায় না দেখিয়া জগৎপতি আপনারই উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিলাম, আপনিই প্রজাপালন করুন, কারণ আপনিই আমার শক্তিদাতা; সুতরাং দুর্দ্ধর্ষ। তদনন্তর আপনি লোকের রক্ষা বিধানার্থ সেই সনাতন দুর্দ্ধর্ষ ভাব হইতে বিষ্ণু রূপ ধারণ করিলেন, এবং অদিতির বীর্য্যবান্ পুত্র হইয়া ভ্রাতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, কারণ, কার্য্য উপস্থিত হইলেই আপনি তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। হে জগৎপতে! সেই জন্যই আপনি প্রজারন্দের উচ্ছেদ দর্শন করত রাবণের বিনাশার্থ অভিলাষী হইয়া মানুষলোকে উৎপন্ন হইতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং আপনিই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে অবস্থিতি করিবেন। তদনন্তর আপনি মানস পুত্র হইয়া মানুষকুলে উৎপন্ন হইলেন। এক্ষণে আপনার পরমায়ু পূর্ণ হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞাপনার্থ আপনার নিকট উপস্থিত হইবার এই উপযুক্ত সময়। অথবা মহারাজ! যদি আপনার আরও কিছুকাল প্রজাপালন করিবার ইচ্ছা থাকে,

তাহা হইলে আপনি মনুষ্যলোকেই অবস্থিতি করুন। আর যদি সুরলোকে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া বিষ্ণুরূপে দেবতাদিগকে সনাথ করুন। তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন। বীর। পিতামহ আপনাকে এই কথা কহিয়াছেন।

সর্ব্বসংহারক কালের মুখে পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র হাস্য করত কহিলেন, পিতামহের এই অনুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিল। তাত! তোমার আগমনেও আমি আহ্লাদিত হইলাম। ত্রিলোকেরই হিতের জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক। আমি যথা হইতে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিব। আমিও ইহাই মনে করিতেছিলাম, তুমিও আগমন করিয়াছ। অতএব আর আমার দ্বিধা নাই। সর্ব্বসংহারক! দেবগণ আমার বশবর্ত্তী; অতএব আমাকে তাঁহাদের সর্ব্ব কার্য্যেই থাকিতে হইবে। পিতামহ যথাকথাই কহিয়াছেন।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ও কাল এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ঋষিসত্তম ভগবান দুর্ব্বাসা রামদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন; এবং সমীপবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! শীঘ্র আমাকে রামদর্শন করাও, আমার কার্য্যের সময় অপবাহিত হইতেছে, অতএব অগ্রে দর্শন করাও।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুনিহন্তা লক্ষ্মণ অভিবাদন পূর্ব্বক সেই মহাত্মাকে কহিলেন, ভগবন্। আপনার কি কার্য্য আছে বলুন। আপনার উদ্দেশ্য কি? কি করিতে হইবে আমাকেই আদেশ করুন। রামচন্দ্র ব্যস্ত আছেন, অতএব আপনি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করুন।

এই কথা শুনিয়া ঋষিশার্দ্দূল দুর্ব্বাসা ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়া চক্ষুর্দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতে কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি এখনই যাইয়া রামকে বল যে আমি আগমন করিয়াছি, নতুবা তোমাকে, রামকে, ভরতকে, শত্রুঘ্নকে এবং তোমাদিগের সন্তান সন্ততিদিগকেও শাপ দিব, রাজ্য এবং নগরের উপরও অভিসম্পাত করিব। আর আমি অধিক ক্ষণ হৃদিস্থিত কোপ নিবারণ করিতে পারিতেছি না।

ঋষির এই নিদারুণ ভয়ংকর নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন যে, সকলের বিনাশ অপেক্ষা আমার একেরই মরণ হউক। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি রামের নিকট যাইয়া সংবাদ প্রদান করিলেন।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করত রাম কালকে বিদায় দিয়া সত্বর বহির্গমন পূর্ব্বক অত্রিনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহামতিকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রয়োজন কি?

রাঘবের বাক্য শুনিয়া মুনিপ্রবর মহাতেজা দুর্ব্বাসা কহিলেন, ধর্ম্মবৎসল! শ্রবণ কর। আমি সহস্র সংসর উপবাসব্রত ধারণ করিয়াছিলাম, আজ আমার সেই ব্রত সংপূর্ণ হইল; অতএব তুমি আমাকে যথাসম্ভব ভোজন প্রদান কর।

এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইয়া মুনিকে যথোপযুক্ত অন্ন প্রদান করিলেন। ঋষিসত্তম সেই অমৃতোপম স্বাদু অন্ন আহার করত, রাম! সাধু, বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর কালের বাক্য স্মরণ করিয়া রাম অতীব দুঃখিত হইলেন! সেই নিদারুণ ভীষণ বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি দুঃখে পরিতপ্ত হইয়া কাতরচিত্তে অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কোন কথাই কহিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাযশা রঘুনন্দন কালের বাক্য সকল পর্য্যালোচন

পূর্ব্বক, আমার এই সকলই ঘটিবে, স্থির করত তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ঊনবিংশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর রামচন্দ্র অবাঙ্‌মুখ ও রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় মলিন হইয়াছেন দেখিয়া লক্ষ্মণ অণুমাত্র দুঃখিত না হইয়া কহিলেন, মহাবাহো! আপনি আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না। কালের গতিই এই; জীবের গতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে। সৌম্য! আপনি অকাতরে আমাকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন। কাকুৎস্থ! যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারে, তাহাদিগকে নরকস্থ হইতে হয়। মহারাজ! যদি আমার প্রতি আপনার প্রণয় থাকে; এবং সেই হেতু যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার উচিত হয়, তাহা হইলে আপনি নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে আমাকে বধ করুন।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগকে আহ্বান করাইয়া তাহাদিগকে নিজের প্রতিজ্ঞা ও দুর্ব্বাসার আগমন গোচর করাইলেন। মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর মহাতেজা বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো মহাযশস্বিন্ রামচন্দ্র! আমি তোমার উপস্থিত ক্ষয় ও লক্ষ্মণের সহিত বিচ্ছেদ, পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়াছি। অতএব লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। কালই প্রবল। তুমি প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিও না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে; ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেই দেবর্ষিগণসহিত সচরাচর ত্রিলোক সমস্তই লয় পাইবে। অতএব পুরুষশার্দ্দূল! তুমি আজ ত্রিলোকপালনের উপরোধে লক্ষ্মণের বিরহ সহ্য করিয়া জগৎ রক্ষা কর।

বশিষ্ঠের এই বাক্যে অন্যান্য মন্ত্রী এবং পুরোহিতগণও

সকলেই মত দিলেন। তখন তাঁহাদিগের এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাম সভামধ্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; নতুবা ধর্ম্মহানি হয়। সাধু ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, বধ আর ত্যাগ, উভয়ই সমান।

রাম এই কথা বলিবামাত্র লক্ষ্মণ অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া, আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করিলেন; নিজগৃহে আর গমন করিলেন না। তিনি ঐ স্থান হইতেই সরযূতীরে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আচমন পূর্ব্বক সর্ব্বদ্বার রোধ করিলেন; আর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এই রূপে নিশ্বাস অবরোধ পূর্ব্বক যোগাবলম্বী হইলে ইন্দ্রাদি দেব ও ঋষিগণ তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিলেন। পরে দেবরাজ লোকের অদৃশ্যভাবে সেই মহাবলকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া স্বর্গে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন বিষ্ণুর চতুর্থাংশ রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে স্বর্গে সমাগত দর্শন করিয়া দেবশ্রেষ্ঠগণ পরমানন্দিত হইয়া সকলেই তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

বিংশাধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া রাম দুঃখশোকে কাতর হইয়া মন্ত্রি ও পুরোবাসীদিগকে কহিলেন, আজ আমি ধর্ম্মবৎসল বীর ভরতকে অযোধ্যারাজ্যে অভিষেক করিয়া বনে গমন করিব, তোমরা কালবিলম্ব না করিয়া অভিষেকসামগ্রীর আয়োজন কর; লক্ষ্মণ যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও আজই সেই পথে গমন করিব।

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাবর্গ মস্তকাবনমন পূর্ব্বক মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে

লাগিল। রঘবের বাক্য শুনিয়া ভরতও হতজ্ঞান হইলেন; এবং রাজত্বের নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি সত্যের দিব্য করিতেছি, রাজ্যের কথা কি, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বর্গভোগেও ইচ্ছা করি না। রাজন্! আপনি কুমার কুশীলবকে অভিষেক করুন। কোশল রাজ্যে কুশ ও উত্তর রাজ্যে লব রাজা হউক। আর দ্রুতগামী দূতগণ শত্রুঘ্নের নিকট গমন করিয়া আমাদিগের গমনসংবাদ দান করুক; বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

ভরতের এই বাক্য শুনিয়া, এবং প্রজাদিগকে অধোমুখ ও দুঃখিত দেখিয়া, বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! দেখ, এই সমস্ত প্রজা ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে। অতএব তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাদিগের বাসনা পূর্ণ কর; ইহাদিগের অপ্রিয় করিও না।

বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে প্রজাদিগকে উত্থাপন করিয়া রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদের কি ইষ্টসাধন করিব বল!

রামের বাক্য শুনিয়া প্রজাবর্গ কহিল, রাজন্! আপনি যে স্থানে গমন করিবেন, আমরাও সেই স্থানে আপনার অনুগমন করিব। যদি পৌরদিগের প্রতি আপনার প্রণয় ও স্নেহ থাকে, তাহা হইলে, অনুমতি করুন, আপনি যে পথে গমন করিতেছেন, আমরাও সেই সৎপথে গমন করিব; তপোবনই হউক, দুর্গম স্থানই হউক, নদীই হউক, আর সাগরই হউক, যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে, আপনি আমাদিগকে যে কোন স্থানেই লইয়া চলুন। রাজন্! ইহা হইলেই আমাদিগের পরম তুষ্টি জন্মিবে; আমরা এইমাত্র বর প্রার্থনা করি! সর্ব্বথা আপনার অনুগামী হইলেই আমাদিগের আনন্দ জন্মে।

পৌরদিগের ঈদৃশ দৃঢ় ভক্তি দর্শন করিয়া রাম উত্তর করিলেন, তথাস্তু। অনন্তর তিনি স্বকর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কোশল দেশে কুশকে ও উত্তরদেশে লবকে অভিষেক করিলেন।

মহাত্মা মহাবীর কুশীলবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাঘব ক্রোড়ে করত প্রত্যেককে সহস্র রথ, অযুত হস্তী, অযুত অশ্ব, এবং বহু বস্ত্র ও ধন দিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

এই রূপে কুমারদ্বয়কে অভিষেক করত স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করিয়া রামচন্দ্র শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

একবিংশাধিকশততম সর্গ।

দ্রুতগামী দূত সকল রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সত্বর মথুরায় গমন করিলেন; এবং পথিমধ্যে বিশ্রাম না করিয়া তিন দিবারাত্রে মথুরায় উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্নকে সমুদায় সম্বাদ নিবেদন করিল। লক্ষ্মণের পরিত্যাগ, রাঘবের প্রতিজ্ঞা ও পৌরানুগমন বিজ্ঞাপন করিয়া কহিল, ধীমান্ রাম বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে কুশের জন্য কুশাবতী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, লবের জন্যও শ্রাবস্তি নামে নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং মহারথ রাম ও ভরত অযোধ্যা জনশূন্য করিয়া স্বর্গগমনে উদ্যোগী হইয়াছেন; এই সমস্ত সংবাদ সত্বর নিবেদন করিয়া পরে দূতগণ বিশ্রাম করিল। এবং শত্রুঘ্নকে কহিল, মহারাজ সত্বর হউন।

ভীষণ কুলক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন প্রজাবর্গ ও একজন পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। ভ্রাতৃদিগের সহিত তাঁহারও যে ক্ষয় হইবে তাহাও জানাইলেন। তদনন্তর রাজা শত্রুঘ্ন দুই পুত্রকে অভিষেক করিলেন। সুবাহু মথুরা রাজ্য লাভ করিলেন। এবং শত্রুঘাতী বিদিশার রাজা হইলেন। শত্রুঘ্ন তথায় সেনা ও ধন দুই ভ্রাতাকে সমান বিভাগ করিয়া দিলেন।

এই রূপে মথুরায় সুবাহুকে ও বিদিশায় শত্রুঘাতীকে স্থাপন করিয়া মহাবীর শত্রুঘ্ন একমাত্র রথারোহণে অযোধ্যায় গমন

করিলেন, এবং দেখিলেন, মহাত্মা রামচন্দ্র সুক্ষ্ম ক্ষৌম বসন পরিধান পূর্ব্বক অক্ষয় মুনিদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মপর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি আমার দুই পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছি, রাজন্! জানিবেন, এক্ষণে আমি আপনার অনুগমন করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। বীর! আজ আপনি আমাকে আর অন্য আজ্ঞা করিবেন না। আমার ন্যায় ব্যক্তি দ্বারা আপনার আদেশ লঙ্ঘিত না হয়, ইহাই আমার কামনা। তখন রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নের স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া কহিলেন, তথাস্তু।

রাম এই কথা বলিবার অব্যবহিত পরেই বিস্তর কামরূপী বানর ও ঋক্ষ রাক্ষস সকল আসিতে লাগিল। দেব ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসজাত বানরগণ রামের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে অগ্রে করিয়া সকলেই আগমন করিল। এবং কহিল, পুরুষোত্তম রামচন্দ্র! আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমাদিগের উপর যমদণ্ড উদ্যত করিয়া নিপাতন করা হয়। এই সময় মহাবল সুগ্রীবও বিধিবৎ প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে নরেশ্বর! আমি অঙ্গদকে রাজ্য প্রদান করিয়া আগমন করিয়াছি; রাজন! জানিবেন, আপনার অনুগমন করা আমার নিশ্চয় হইয়াছে।

বানরদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত মহাযশা রামচন্দ্র তথাস্তু বলিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, হে মহাবীর্য্যশালিন্! রাক্ষসরাজ বিভীষণ! যত দিন লোক থাকিবে, তুমিও ততদিন লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, যতদিন আমার কথা লোকে প্রচলিত থাকিবে, তুমিও ততদিন লঙ্কায় রাজত্ব করিবে। আমি মিত্র বলিয়া তোমাকে

এই আদেশ করিতেছি, তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে। ইহাতে দ্বিরুক্তি করিও না। মহাবল রাক্ষসরাজ! আরও কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের কুলদেবতা জগন্নাথের সেবা করিবে। ইনি দেবগণেরও নিয়ত আরাধনীয়।

তখন বিভীষণ যে আজ্ঞা বলিয়া রামের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। রাম বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, হনুমন্! তুমি ইতিপূর্ব্বে জীবিত থাকিবারই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব সে প্রতিজ্ঞা বিফল করিও না। হরীশ্বর! যত দিন সংসারে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, তুমি আমার আদেশক্রমে ততদিন আনন্দে ইহলোকে অবস্থিতি কর। হনুমান মহাত্মা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, যতদিন সংসারমধ্যে আপনার পুণ্যকথা প্রচলিত থাকিবে, আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক ততদিন জীবিত থাকিব।

হনুমানকে এই কথা কহিয়া রাম ব্রহ্মনন্দন বৃদ্ধ জাম্ববান এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, তোমরা কলির আগমনকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাক।

বিভীষণাদি পাঁচজনকে এই কথা কহিয়া রাম অপরাপর ঋক্ষ ও বানরদিগের সকলকেই কহিলেন, তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে পদ্মপলাশলোচন মহাযশা পৃথুলবক্ষা রামচন্দ্র পুরোহিতকে কহিলেন, দীপ্যমান অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় ছত্র সর্ব্বাগ্রে গমন করুক!

অনন্তর তেজস্বী বশিষ্ঠ মহাপ্রাস্থানিক বিধি অনুসারে নিখিল

ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করত ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ আবৃত্তি করিয়া উভয় হস্তে কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক সরযূ যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যেরন্যায় প্রভা ধারণ করত গমন করিতে লাগিলেন; পথে কোন স্থানে কোন কথাই কহিলেন না; কোন বস্তু বা বিষয় দর্শনাদিও করিলেন না, পাদুকাবিহীন পদে গমন করিতে কঙ্করাদি বেদনজনিত ক্লেশও গ্রাহ্য করিলেন না। রামের দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী; বাম পার্শ্বে মূর্ত্তিমতী পৃথিবী ও পুরোভাগে সংহারশক্তি গমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ শর এবং আয়ত শরাসন ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্রও পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রামের অনুগামী হইল। ব্রাহ্মণমূর্ত্তিধারী বেদচতুষ্টয়, নিখিল জগদ্রক্ষণী গায়ত্রী, ওঙ্কার ও বষট্কার, মূর্ত্তিমান হইয়া অনুগমন করিতে লাগিল। মহীদেব মহাত্মা ঋষিগণও রামের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকের উন্মুক্ত দ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীগণ, বৃদ্ধ, বালক ও দাসীগণ ষণ্ডগণ, কিঙ্করগণ, রাজান্তঃপুরচারিণী স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারী ভরত ও শত্রুঘ্ন, সকলেই সর্ব্বলোকের অগ্নিহোত্র সহিত রামের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। মহামতি ব্রাহ্মণগণও সকলে স্ব স্ব অগ্নিহোত্র লইয়া, স্ত্রীপুত্রসমভিব্যাহারে মহামতি রামচন্দ্রের অনুগমন করিলেন। রাজভৃত্য ও মন্ত্রিবর্গও পুত্র, পশু, বান্ধবগণ ও অনুজীবিগণ সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে রামের অনুগামী হইলেন।

রাম মহাপ্রস্থান করিলে, হৃষ্টপুষ্টজনসমাকীর্ণ প্রকৃতিবর্গ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই রূপে তাঁহার অনুগমন করিল। স্ত্রীপুত্র, দাসদাসী, পশুপক্ষী ও বান্ধবগণসমভিব্যাহারে রামের অনুগামী হইয়া তাহারা সর্ব্বদুঃখ পরিহার পূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বানরগণও স্নান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট কলেবরে সুমহৎ কিলকিলা শব্দ করিতে করিতে রামের অনুগামী হইল।

তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কাতর, অপ্রতিভ দুঃখিত দুষ্ট হইল না; সকলেই হৃষ্ট, সকলেই প্রফুল্ল; সেই এক অতীব অদ্ভুত দৃশ্য হইয়া উঠিল। রামের মহাপ্রস্থান অবগত হইয়া জনপদ হইতে যে কেহ রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল, সেও তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র স্বর্গগমনার্থ তাঁহার অনুগামী হইল। ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস ও পুরবাসিগণ সকলেই একাগ্রমনে দৃঢ়ভক্তিসহকারে রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। নগরের অদৃষ্টিগোচর ভূত প্রেতাদি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই স্বর্গগমনোন্মুখ রামচন্দ্রের অনুগামী হইল। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে কোন প্রাণী তৎকালে কাকুৎস্থকে দর্শন করিল, সেই তাঁহার অনুগমন করিল। ঐ সময় ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতিসূক্ষ্ম প্রাণীও আর অযোধ্যায় রহিল না। তির্য্যগ্যোনি-গত প্রাণীও রামের অনুগামী হইল।

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধযোজন পথ অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্র পশ্চাদ্বাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূ নদী দেখিতে পাইলেন এবং ঐ ঘূর্ণিতাবর্ত্তা পুণ্যনদীর সর্ব্ব স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বর্গারোহণোপযুক্ত স্থানে প্রজাগণ সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্যভূষণভূষিত মহামতি দেবগণে পরিবৃত হইয়া, শতকোটি দিব্য বিমান লইয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন। দিব্যতেজঃপরিব্যাপ্ত আকাশমণ্ডল, স্বয়ংপ্রভ স্বর্গীয় কিরণচ্ছটায় অধিকতর দ্যোতিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। সুগন্ধি সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল, দেবগণপরিমুক্ত পুষ্পবৃষ্টি স্থূলধারার ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল। এবং শত শত তূর্য্য নিনাদিত

হইতে থাকিল। এই সময় রামচন্দ্র গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে সমা-কুল সরযূসলিলে পাদচারে অবগাহন করিলেন। তখন পিতা-মহ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বিষ্ণো! আসিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! আপনার জয় হউক। রাঘব! আজ সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আগমন করিতেছেন। দেব! দেবপ্রকাশ ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে আপনি স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করুন। অথবা আপনার যে মূর্ত্তি ইচ্ছা হয়. সেই মূর্ত্তিই গ্রহণ করুন; সকল মূর্ত্তিই আপনার। আপনি বিষ্ণুরূপ ধারণ করুন, অথবা ইচ্ছা হয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপ গ্রহণ করুন। দেব! আপনি সর্ব্বলোকের গতি; সহজ জ্ঞানশক্তি ভিন্ন আর কেহই আপনাকে জ্ঞাত নহে। আপনি অচিন্ত্যস্বরূপ অক্ষয় অজর মহাভূত।

পিতামহের বাক্য শ্রবণ করত মহামতি রাম বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া অনুজদ্বয়সমভিব্যাহারে স্বীয় বৈষ্ণব স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। তখন মনস্কামনা পূর্ণ হওয়াতে, হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া দেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, ইন্দ্র, অগ্নি, দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, সুপর্ণগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ এবং রাক্ষসগণ, সাধু সাধু, বলিয়া বিষ্ণুরূপী দেবের পূজা করিতে লাগিলেন। স্বর্গের সমস্ত অসুখ দূর হইল।

অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন, সুব্রত! আপনি এই সমস্ত লোকদিগকে স্থান দান করুন। ইহারা সকলেই স্নেহনিবন্ধন আমার অনুগামী হইয়াছে। ইহারা আমার ভক্ত, ভক্তিনিবন্ধনই স্ব স্ব শরীর ত্যাগ করিয়াছে, অত-এব ইহাদিগের ইষ্টসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, লোকগুরু বিভু ব্রহ্মা কহি-লেন, ইহারা সকলেই একত্রিত হইয়া সন্তানকনামক লোকে গমন করিবে। যে কোন তির্য্যগ্‌যোনিগত জীব ভক্তিভাবে আপনাকেই ধ্যান করিয়া তনুত্যাগ করিবে. তাহারাই ব্রহ্ম-